POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
45
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার ৯ নভেম্বর, 2017 19 সফর 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সময় এইরূপ ছিল যখন শোচনীয় আর্থিক অবস্থার দরুন পাঁচ সাত জন ব্যক্তির খরচও আমার জন্য একটি বোঝা ছিল। এখন এই সময় আসিয়াছে যখন গড়ে প্রতিদিন পরিবার-পরিজন সহ ৩০০ ব্যক্তি এবং কয়েকজন দরিদ্র ও দরবেশ এই লঙ্গর খানায় অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৮৬ নং নিদর্শন: একবার আমার দাঁতে সাংঘাতিক ব্যাথা হইল। এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি ছিল না। কোন এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার চাকৎসা আছে কিনা। সে বলিল, দাঁতের চিকিৎসা হইল দাঁত তুলিয়া ফেলা। কিন্তু দাঁত তুলিয়া ফেলিতে আমার ভয় হইল। এমতাবস্থায় আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল এবং আমি অস্থির হইয়া মাটিতে বসিয়াছিলাম। পাশেই চারপাই পাতা ছিল। আমি অস্থির অবস্থায় ঐ চারপাইয়ের পায়ের দিকে নিজের মাথা রাখিলাম। সামান্য ঘুম আসিয়া পড়িল। যখন আমি জাগিলাম তখন ব্যাথার নাম ও নিশানাও রহিল না। এবং আমার মুখে এই ইলহাম জারি ছিল-

اِذَا مَرِضۡتَ فَھُوَ یَشۡفِیۡ

অর্থাৎ যখন তুমি অসুস্থ হও তখন তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন। فَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ (অর্থ: এর জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র- অনুবাদক)

৮৭ নং নিদর্শন: আমার যে বিবাহ দিল্লীতে হইয়াছিল ইহা তাহার সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। খোদা তা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট এই ইলহাম হইয়াছিল اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الصِّھۡرَ وَالنَّسَبَ অর্থাৎ ঐ খোদার প্রশংসা যিনি তোমাকে জামাতা হওয়ার দিক হইতে এবং বংশের দিক হইতে দুই দিকেই সম্মান দিলেন। অর্থাৎ তোমার বংশকেও সম্ভ্রান্ত বানানো হইয়াছে এবং তোমার স্ত্রী-ও সৈয়্যদ বংশ হইতে আসিবে। বিবাহের জন্য এই ইলহাম একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহাতে আমার চিন্তা হইল যে, বিবাহের ব্যয় আমি কিভাবে সামাল দিব। কেননা, এখন আমার নিকট কিছুই নাই এবং এতদ্ব্যতীত কীভাবে আমি এই সব বোঝা সব সময়ের জন্য বহন করিতে পারিব। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করিলাম এই ব্যয় বহন করার শক্তি আমার নাই। তখন এই ইলহাম হইল: (ফার্সী, যাহার অর্থ হল) বিবাহের জন্য তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে উহার যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা আমি করিব। যখনই তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে সেইভাবেই তাহা আমি তোমাকে দিতে থাকিব। বস্তুতঃ এই রূপই ঘটিল। বিবাহের জন্য আমার যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন ছিল ঐ জরূরী খরচের জন্য লাহোরস্থ একাউনটেন্ট মুনসী আব্দুল হক সাহেব আমাকে পাঁচ শত টাকা ধার দিলেন। কালানুরের হাকীম মোহাম্মদ শরীফ নামে অন্য এক ভদ্রলোক, যিনি অমৃতসরে ডাক্তারী করিতেন, তিনি আমাকে দুইশত বা তিনশত টাকা ঋণ রূপে দিলেন। ঐ সময় একাউনটেন্ট মুন্সী আব্দুল হক সাহেব আমাকে বলেন, ভারতবর্ষে বিবাহ করা দরজায় হাতি বাঁধার তুল্য। আমি তাহাকে উত্তর দিলাম যে, খোদা স্বয়ং এই ব্যয়ের ওয়াদা করিয়াছেন। অতঃপর বিবাহ করার পর হইতে বিজয়ের ধারা শুরু হইয়া গেল। আমার জন্য তখন সময় এইরূপ ছিল যখন শোচনীয় আর্থিক অবস্থার দরুন পাঁচ সাত জন ব্যক্তির খরচও আমার জন্য একটি বোঝা ছিল। এখন এই সময় আসিয়াছে যখন গড়ে প্রতিদিন পরিবার-পরিজন সহ ৩০০ ব্যক্তি এবং কয়েকজন দরিদ্র ও দরবেশ এই লঙ্গর খানায় অন্ন গ্রহণ করিতেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কাদিয়ানের লালাশরমপত আর্যকে এবং মালাওয়ামাল আর্যকেও পূর্বেই শুনানো হইয়াছিল। শেখ হামেদ আলি এবং আরও কয়েকজন চেনা পরিচিত ব্যক্তিকে ইহার সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল।

যদিও লাহোরের মুন্সী আব্দুল হক একাউনটেন্ট বর্তমানে আমার বিরুদ্ধাবাধীদের দলভুক্ত তবুও আমি আশা করি না যে, তিনি এই সত্য গোপন করিবেন। واللہ اعلم (অর্থঃ আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত- অনুবাদক)

৮৮ নং নিদর্শন: যখন দিলীপ সিং সম্পর্কে বারবার পত্র-পত্রিকায় খবর দেওয়া হইয়াছিল যে সে পাঞ্জাবে আসিবে তখন আমাকে দেখানো হইল সে নিশ্চয় আসিবে না বরং তাহাকে বাধা দেওয়া হইবে। আমি প্রায় পাঁচশত ব্যক্তিকে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম এবং দুই পাতার একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছিলাম। বস্তুতঃ অবশেষে এইরূপ ঘটিল।

৮৯ নং নিদর্শন: আমি সৈয়্যদ আহমদ খান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, শেষ বয়সে তাহার কিছু কষ্ট দেখা দিবে এবং তাহার আয়ু আর অল্প দিন আছে। এই বিষয়টি বিজ্ঞাপনে ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। বস্তুতঃ ইহার পর এক দুষ্ট হিন্দুর সম্পদ আত্মসাতের কারণে শেষ বয়সে সৈয়্যদ আহমদ খানকে অনেক দুঃখ বেদনা পোহাইতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি অল্প দিনই জীবিত ছিলেন। এই দুঃখ-বেদনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল।

এরপর আটের পাতায়.....

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বারোর পাতার পর........

(সা.) এবং তাঁর সেবকগণের উপর মক্কাবাসীরা টানা তের বছর পর্যন্ত ভয়াবহ উৎপীড়ন ও নির্যাতন করে। তাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হয়েছে এবং ভয়ানক প্রকারের শাস্তি দিয়ে হত্যা করেছে। ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এই বিষয়টি গোপন নয় যে, অসহায় মহিলাদেরকে কঠোর এবং ন্যাক্কারজনক যাতনা দেওয়ার মাধম্যে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। একজন মহিলার দুটি পা বেঁধে রেখে তার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে উঁট ছুটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে সেই মহিলাকে চিরে ফেলা হত্যা করা হয়েছে। এই ধরণের নিপীড়ন ও যাতনা টানা তের বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর পবিত্র জামাত বড়ই ধৈর্য ও উদ্যম সহকারে সহন করেছে। তা সত্বেও তারা এই অত্যাচার বন্ধ করে নি এমনকি মহানবী (সা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন, সেখানেও তারা পিছু ধাওয়া করে। অবশেষে যখন তারা মদিনার উপর চড়াও হল তখন আল্লাহ্ তা'লা সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার আদেশ দিলেন। কেননা মক্কাবাসীর যুলুম অত্যাচার এবং ঔদ্ধত্যের প্রতিফল স্বরূপ তাদের ঐশী শাস্তি ভোগ করার সময় এসে পড়েছিল। সুতরাং খোদা তা'লার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় যে, যদি এরা নিজেদের অন্যায় - অত্যাচার থেকে বিরত না হয় তবে তাদেরকে ঐশী শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কুরআন শরীফেও এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ
ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرُ ۙ الَّذِیْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ

অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যাদেরকে হত্যা করার জন্য বিরোধীরা আক্রমণ করেছে। এই কারণে অনুমতি দেওয়া হল যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে আর খোদা তা'লা অত্যাচারীদেরকে সাহায্য করার শক্তি রাখেন। এরা হল সেই সমস্ত অত্যাচারী যারা অন্যায়ভাবে ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তাদের এটি ছাড়া কোন অপরাধ ছিল না যে, তারা বলেছিল আল্লাহ্ আমাদের 'রব্ব' বা প্রভু-প্রতিপালক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটি সেই আয়াত যার মাধ্যমে ইসলামী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই আয়াতেই প্রথম যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর পরও ইসলামী যুদ্ধে যতরকম অব্যহতি দেওয়া হয়েছে এবং শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে মূসা বা ঈসা (আ.)-এর জাতির লড়াইয়ে তার নজির পাওয়া যেতে পারে না। মূসা (আ.)-এর লড়াইয়ে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী মানুষ, বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে, বাগান এবং গাছপালা পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা তওরাত থেকে প্রমাণিত। কিন্তু আমাদের নবী (সা.) দুর্বৃত্তদের পক্ষ থেকে এমন কষ্ট ও যাতনা সহ্য করেন যা পূর্বে কেউ কখনো সহ্য করে নি। তা সত্বেও তিনি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে কোন শিশু, মহিলা বা বৃদ্ধকে হত্যা করেন নি এমনকি শস্যক্ষেত, ফলের বাগান এবং গাছপালা পুড়িয়ে দেওয়া এবং উপাসনাগার গুড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তিনি বলেন: ইসরাইলী নবীদের যুগে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা যেভাবে দুষ্টামি করা থেকে বিরত হত না, সেই আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোধীতায় দুবৃত্তরা সকল সীমা লঙ্ঘন করেছিল। অতএব সেই খোদা যিনি পরম দয়ালু আবার অপরদিকে দুষ্টদের জন্য শাস্তিদানকারী, তিনি তাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদের শাস্তি দিলেন।

তিনি বলেন, লূত জাতির সঙ্গে কি আচরণ করা হল? নূহের বিরোধীদের কি পরিণাম হল। অতঃপর মক্কাবাসীদেরকে যদি এইভাবে শাস্তি দেওয়া হল তবে এতে কিসের আপত্তি? প্লেগের প্রকোপ হবে বা পাথর বৃষ্টি হবে - এমন কোন শাস্তি কি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে? খোদা তা'লা যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি সেভাবেই শাস্তি দেন।

এটিই চিরাচরিত রীতি। যদি অপরিণামদর্শীরা আপত্তি করে তবে তাদেরকে মূসার যুগ এবং তৎকালীন যুগের যুদ্ধাবলীর উপর আপত্তি করতে হয়। অপরদিকে নবী করীম (সা.)-এর যুগে তারা কোন ছাড় দেয় নি। নবী করীম (সা.)-এর যুগের উপর আপত্তি হতে পারে না। আজকাল বিবেক-বুদ্ধির যুগ আর বর্তমানে এমন আপত্তি ধোপে টিকবে না, কেননা কেউ যখন ধর্ম থকে পৃথক হয়ে দেখবে তখন সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, ইসলামী যুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষাই অভিপ্রেত ছিল এবং এতে যাবতীয় প্রকারের ছাড় দেওয়া হয়েছিল। অতএব, বুদ্ধির চোখ দিয়ে দেখা জরুরী এবং আমাদের জন্য তাদেরকে দেখানো জরুরী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমাকে যখন কোন আর্য বা হিন্দু ইসলামী যুদ্ধাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন আমি তাকে কোমল ভাষায় ভালবাসা সহকারে একথাই বোঝাই যে, কুফফাররা নিজেদের তরবারীর দ্বারাই মারা পড়েছিল। অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন: খুব মনোযোগ সহকারে কুরআন শরীফ পাঠ করলে বুঝতে পারবে যে, এর শিক্ষাই হল কারো প্রতি অন্যায় করো না, যারা সীমা লঙ্ঘন করে নি তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। অকারণে লড়াই করো না। যারা প্রথমে লড়াই আরম্ভ করে না তাদের কেবল অব্যহতি দেওয়াই নয়, বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, এবং অত্যাচারীদের মোকাবেলায় প্রতিরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন কর এবং সীমা লঙ্ঘন করো না। ইসলামের উন্মেষলগ্নে এমন সমস্যা ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হতে হয় যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কেউ মুসলমান হলে তাকে মেরে ফেলার জন্য কত কৌশলই না অবলম্বন করা হয়েছে! আর কুফ্ফারদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হলে কতই না নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে আর অরাজকতা সৃষ্টি করা হত্যার থেকে জঘন্য অপরাধ। তাই সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এছাড়া পূর্ণ ও আংশিক রূপে দাসত্বপ্রথা সম্পর্কে আপত্তি করা হয়। অথচ কুরআন করীম ক্রীতদাসদেরকে মুক্তি দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে আর এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন: আমাদের নবী করীম (সা.) কে দেখুন! মক্কাবাসীরা তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাদেরকে তের বছর পর্যন্ত যাবতীয় প্রকারের দুঃখ-কষ্ট দিতে থাকে যেগুলি কল্পনা করলেও হৃদয় কেঁপে ওঠে।এবং অবশেষে তারা তাঁকে নির্বাসিত করল। সেই সময় তিনি যেরূপ ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন তা সকলের সামনে রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আদেশে যখন তিনি হিজরত করলেন এবং মক্কা বিজয়ের সুযোগ এল, তখন তের বছর যাবৎ মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁকে এবং তাঁর সাথীদেরকে দেওয়া কষ্ট, যাতনা এবং কঠোরতা সামনে রেখে নির্বিচারে হত্যা করে মক্কাবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার তাঁর অধিকার ছিল। আর তাতে কোন বিরোধীও মহানবী (সা.)-এর উপর আপত্তি করতে পারত না। কেননা সেই সমস্ত নির্যাতন ও উৎপীড়নের কারণে তারা হত্যা যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।তাই,তিনিযদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হতেন এবং অন্তরে কোন বিদ্বেষ লালন করতেন তবে মক্কা বিজয়ের সময় যখন সকলে বন্দী অবস্থায় ছিল সেটিই প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় ছিল, কিন্তু তিনি কি নমুনা দেখালেন? তিনি সকলকে মুক্তি দান করলেন এবং ঘোষণা দিলেন- لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ (অর্থাৎ আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) যদি এমন পরিস্থিতিতে দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন, তবে বর্তমানে যখন কি না কোন সরকার বা শক্তি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে তরবারীর জোরে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে না, তখন অ-মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে, যাদের মধ্যে নিষ্পাপ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, পাদ্রী এবং ধর্মীয় গুরুরাও রয়েছেন? অতএব আমরা সৌভাগ্যবান যে, যুগের ইমামকে মেনেছি এবং প্রকৃত ইসলামকে চিনেছি। অন্যান্য মুসলমানরা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, কোন ঘাতক মাহদী এসে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করবে, কিন্তু তাদের এই কল্পনা কখনো বাস্তবায়িত হবে না। যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন এবং প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা সহকারে ইসলামের অপূর্ব শিক্ষাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অতএব আজকে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে অ-মুসলিমদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়া আর মুসলমানদেরকেও বলে দেওয়া যে, এখন যদি তোমরা ইসলামের উন্নতি দেখতে চাও এবং সেই উন্নতির অংশীদার হতে চাও তবে মহম্মদী মসীহর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। এছাড়া আর কোন পথ অবশিষ্ট নেই। কোন খুনি মাহদী আসবে না। এখন ইসলামের প্রসার লাভের সময় এবং এটি অবশ্যই শান্তিপ্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে প্রসার লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ্

হুযর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন ইসলাম গ্রহণের উপরই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকে আছে। আর মুসলমানরা উন্নতি লাভ করতে চাইলে এই মসীহ ও মাহদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। ইনি সেই মসীহ ও মাহদী যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এসেছেন এবং একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্বের থেকে বেশি সক্রিয় হই এবং নিজেদের শক্তি-বৃত্তি ও যোগ্যতা সহকারে ইসলামের প্রকৃত বাণীর প্রচারকারী হই। আমরা যেন জগতবাসীকে বলি যে, ইসলামের উপরই তোমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, অন্যথায় পৃথিবী ধ্বংসের গহ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি ধ্বংস হয়ে যাবে আর ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম এটিকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এর তৌফিক দিন আর জগতবাসীকেও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। এখন দোয়া করে নিন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ ৬টায় সমাপ্ত হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন এবং জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ঘোষণা করে বলেন: এবছর জলসা সালানার মোট উপস্থিতির সংখ্যা হল ৪১,০৭৩জন যাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা হল

এরপর আটের পাতায়.......

জুমআর খুতবা

আমি মাঝে মাঝে এমন সব ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকি যেগুলি মানুষের নিজেদের আহমদীয়াত গ্রহণ-সংক্রান্ত বা তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের পর আধ্যাত্মিক এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা বা জামা'তের ওপর খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হওয়া এবং ফলশ্রুতিতে জামা'তের সদস্যদের ঈমানের উন্নতি ও দৃঢ়তা লাভ সম্পর্কিত হয়ে থাকে। অনেকে আমাকে লিখে বা তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে যে, হুযূর! এমন ঘটনাবলী শোনানো অব্যাহত রাখবেন। কেননা, এসব ঘটনা আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে আমাদের শিশুদেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় আর যুবকদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির কারণ হয় এবং আমাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর আমাদের আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হয়। কোন কোন জন্মগত আহমদী লিখে থাকে, নবাগতদের ঈমানী অবস্থার এই চিত্র এবং খোদার সাথে তাদের এমন সম্পর্কের ঘটনাবলী আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেয় আর আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরাও যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে কোন কোন নতুন বয়আতকারী আহমদীও বলে থাকেন যে, এসব ঘটনাবলী শুনে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

ইউরোপে বসবাসকারী মানুষ, ধর্মের প্রতি যাদের মনোযোগ রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। তাদের ঈমানের উন্নতির জন্যও খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে উপায় ও উপকরণের ব্যবস্থা করেন। এখানে যুক্তরাজ্যেও অনেক নতুন বয়আতকারী রয়েছেন বা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন যারা অনেক পূর্বেই বয়আত করেছেন আর প্রতিনিয়তই তারা তাদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করছেন।

নতুন বয়আতকারীরা বা কিছুকাল পূর্বে হওয়া আহমদীরা এমন সব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা তাদের জন্য খোদার সত্ত্বায় বিশ্বাস এবং ঈমানে উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। তাদের সামনে জামা'তের সত্যতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রেও তারা উন্নতি করছে। তাদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছেন।

পাশ্চাত্যে বসবাসকারী লোকদের যারা ধর্মের প্রতি মনোযোগী তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের সামনে প্রকাশ করেন। এছাড়া এমন একটি শ্রেণিও রয়েছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ না করলেও তাদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব আহমদীয়াতের কল্যাণে স্পষ্ট হয়। অনেক ঘটনা রয়েছে যা আমি আমার বিভিন্ন দেশের সফরান্তে বা জলসার বক্তৃতায় শুনিয়ে থাকি,

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ইসলামের সত্যতার প্রতি পথ-প্রদর্শন, তবলীগের ক্ষেত্রে এম.টি.এ-র ভূমিকা, নতুন জামাতের প্রতিষ্ঠা, নবযুবক আহমদীদের নিষ্ঠা, ভালবাসা, ত্যাগস্বীকারের প্রেরণা ,তবলীগ করার আগ্রহ, দোয়ার গ্রহণীয়তা, ধৈর্য ও অবিচলতা, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ঈমানে দৃঢ়তা লাভের জন্য শক্তিশালী নিদর্শনাবলী প্রকাশ, বিরোধীতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান, জামাতী লিটেরেচারের প্রভাব, বয়াতের পর জীবনে স্পষ্ট ও পবিত্র পরিবর্তন, রেডিও-র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়আত এবং তবলীগি প্রচেষ্টার শুভ পরিণাম সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর প্রাঞ্জল বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৬ অক্টোবর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (৬ ইখা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِکِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاکَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি মাঝে মাঝে এমন সব ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করে থাকি যেগুলি মানুষের নিজেদের আহমদীয়াত গ্রহণ-সংক্রান্ত বা তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের পর আধ্যাত্মিক এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতা বা জামা'তের ওপর খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হওয়া এবং ফলশ্রুতিতে জামা'তের সদস্যদের ঈমানের উন্নতি ও দৃঢ়তা লাভ সম্পর্কিত হয়ে থাকে। অনেকে আমাকে লিখে বা তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে যে, হুযূর! এমন ঘটনাবলী শোনানো অব্যাহত রাখবেন। কেননা, এসব ঘটনা আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে আমাদের শিশুদেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় আর যুবকদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির কারণ হয় এবং আমাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর আমাদের আত্মসংশোধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হয়। কোন কোন জন্মগত আহমদী লিখে থাকে, নবাগতদের ঈমানী অবস্থার এই চিত্র এবং খোদার সাথে তাদের এমন সম্পর্কের ঘটনাবলী আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেয় আর আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরাও যেন ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করি। অনুরূপভাবে কোন কোন নতুন বয়আতকারী আহমদীও বলে থাকেন যে, এসব ঘটনাবলী শুনে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

একই সাথে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী এমন কিছ মানুষ রয়েছে বা এমন মানুষ যারা নিজেদেরকে খুব শিক্ষিত এবং প্রগতিশীল মনে করে, যারা মূলত পাকিস্তান থেকে এসেছে কিন্তু বস্তুবাদিতা তাদেরকে এতটা গ্রাস করে নিয়েছে বা তারা জাগতিকতায় এতটা নিমজ্জিত হয়ে গেছে যে, খোদার দিকে তাদের কোন মনোযোগই নেই অথবা তারা সেভাবে মনোযোগ দেয় না যেভাবে এক আহমদীর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক এবং যা আল্লাহ্ তা'লারও প্রাপ্যও বটে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী ও তাঁর হাতে বয়আতকারীর জন্য যা একান্ত আবশ্যক। খোদা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালনের প্রতি তারা প্রথমত মনোযোগই দেয় না আর মনোযোগ দিলেও তাকে নগণ্য বলা চলে। এরা ধর্মীয় দায়িত্বাবলী পালনের বিষয়ে উদাসীন। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি নিয়ে তারা মাথাই ঘামায় না বা খুব কমই ভাবে। নবাগতরা যেসব কথা বর্ণনা করে বা এমন ঘটনাবলী যা কোনভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়ে থাকে, তা শুনে এসব মানুষ আপত্তির ছলে বলে বসে যে, বয়আত এবং ঈমানের উন্নতি-সংক্রান্ত যেসব ঘটনা শোনানো হয় তা কেবল আফ্রিকা বা আরব বিশ্ব অথবা এশিয়াতে বসবাসকারী লোকদের সাথেই কেন ঘটে থাকে? ইউরোপের অধিবাসীদের সাথে এমন ঘটনা কেন ঘটে না? তারা কেন স্বপ্নের মাধ্যমে পথের দিশা পায় না? ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে কেন তারা পথের দিশা লাভ করে না বা তাদের মনোযোগ কেন আকৃষ্ট হয় না? তারাকেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করে না?

এর প্রথম উত্তর হল– ইউরোপে বসবাসকারী মানুষ, ধর্মের প্রতি যাদের মনোযোগ রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। তাদের ঈমানের উন্নতির জন্যও খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে উপায় ও উপকরণের ব্যবস্থা করেন। এখানে যুক্তরাজ্যেও অনেক নতুন বয়আতকারী রয়েছেন বা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন যারা অনেক পূর্বেই বয়আত করেছেন আর প্রতিনিয়তই তারা তাদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করছেন। নতুন বয়আতকারীরা বা কিছুকাল পূর্বে হওয়া আহমদীরা এমন সব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা তাদের জন্য খোদার সত্ত্বায় বিশ্বাস এবং ঈমানে উন্নতির কারণ হয়ে থাকে। তাদের সামনে জামা'তের সত্যতা ক্রমশঃ স্পষ্ট

হতে থাকে। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রেও তারা উন্নতি করছে। তাদের মাঝে নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছেন। লাজনা, খোদ্দাম এবং আনসারের ইজতেমায় তারা নিজেরাই তাদের ঘটনাবলী শুনিয়ে থাকেন। এম.টি.এ.-তেও কেউ কেউ শুনিয়েছেন যা খুবই ঈমান উদ্দীপক হয়ে থাকে। যাইহোক পাশ্চাত্যে বসবাসকারী লোকদের যারা ধর্মের প্রতি মনোযোগী তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন, আহমদীয়াতের সত্যতা তাদের সামনে প্রকাশ করেন। এছাড়া এমন একটি শ্রেণিও রয়েছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ না করলেও তাদের সামনে ইসলামের মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব আহমদীয়াতের কল্যাণে স্পষ্ট হয়। অনেক ঘটনা রয়েছে যা আমি আমার বিভিন্ন দেশের সফরান্তে বা জলসার বক্তৃতায় শুনিয়ে থাকি,

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি স্মরণ রাখার যোগ্য তা হল খোদা তা'লা হেদায়াত তাকে দান করেন, যে সঠিক পথের সন্ধানে আল্লাহ্‌র পানে অগ্রসর হয়। এক ব্যক্তি যদি বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত থাকে এবং খোদা সম্পর্কে তার কোন মাথা ব্যাথাই না থাকে আর খোদা ও ধর্মের সাথে তার কোন সম্পর্কও থাকে না এবং যে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে উদ্গ্রীব থাকে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লাও ভ্রুক্ষেপ করেন না আর সে হেদায়াত ও সঠিক পথের দিশা থেকে বঞ্চিত থাকে।

অধিকন্তু নবীদের ইতিহাসও এটিই বলে যে, ধর্মের প্রতি মনোযোগী আর ধর্ম গ্রহণকারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র এবং দুর্বল শ্রেণির মানুষই হয়ে থাকে। বিনয়ী এবং দীনহীন মানুষের মধ্যেই সাধারণত খোদার পানে যাওয়ার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা এবং খোদাভীতি বেশি থাকে। বস্তুবাদি এবং বিত্তবানরা এ কথাই বলে যা কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লাও বর্ণনা করেছেন। তারা বলে, তোমাদের গুরুত্বই বা কী? তোমাদের মান্যকারীরা তো أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ (সূরা হুদ ২৮) অর্থাৎ, আমাদের আপাতত দৃষ্টিতে তারা সমাজের নিকৃষ্ট শ্রেণির মানুষ বলেই মনে হয়। অতএব, এই দুনিয়ার মানুষ তো অহংকারে মত্ত থাকে। প্রথমত অহংকারের কারণে আর দ্বিতীয়ত জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকার কারণে তারা ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগই পায় না। আর ইউরোপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখন নাস্তিকতার শিকার বা পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্বের মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে। তারাও যেহেতু খোদার প্রতি মনোনিবেশ করে না তাই খোদা তা'লাই বা কেন তাদের পথপ্রদর্শন করার বিষয়ে পরোয়া করবেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব বস্তুবাদী লোকের চিত্র অংকন করতে গিয়ে বলেন-

"সূরা আসরে আল্লাহ্ তা'লা কাফের এবং মু'মিনদের জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কাফেরদের জীবন চতুষ্পদ জন্তুর মত (বা পশুর ন্যায়।) পানাহার এবং রিপুর বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজই নেই। يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (সুরা মুহাম্মদ : ১৩) অর্থাৎ, তাদের কাজ হল পশুর মত পানাহার করা কেবল। কিন্তু দেখ! একটি ষাঁড় ঘাস খায় আর হাল টানার সময় যদি বসে যায় (অতীতকালে কৃষকরা হাল চালনা করার জন্য ষাঁড় জুড়ে দিত আর এখানেও অতীতকালে ঘোড়া ব্যবহার হত। হালচাষের সময় বসে পড়ে আর কাজ না করে কেবল খাবারই খায় তাহলে) তিনি (আ.) বলেন, এর ফলাফল কী হবে? ফলাফল এটিই দাঁড়াবে যে, কৃষক সেটিকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেবে (জবাইয়ের জন্য কসাইকে দিয়ে দেবে।) অনুরূপভাবে, (যারা খোদার বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন আর অনাচার ও কদাচারের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে) তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (সূরা আল ফুরকান: ৭৮) অর্থাৎ,তুমি বলে দাও! তোমরা যদি তাঁর ইবাদত না কর তবে আমার প্রভু তোমাদের কী তোয়াক্কা করবেন?"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮১)

অতএব, খোদা তা'লা তাদেরই ভ্রুক্ষেপ করেন যারা তাঁর সামনে বিনত হয় এবং সঠিক পথের দিশা চায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলছেন- " নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে না। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সুন্নত ও রীতি পরিত্যাগ করেন না আর মানুষও নিজের রীতিনীতি পরিত্যাগ করতে চায় না (যারা এমন বিপথগামি।) তাই বলেছেন وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল আনকাবুত: ৭০) যারা খোদার সত্তায় বিলীন হয়ে চেষ্টা ও সাধনা করে তাদের জন্য খোদা তা'লা নিজের পথ খুলে দেন।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩০৬)

অতএব, যারা চেষ্টা করে এবং সঠিক পথের সন্ধানে চেষ্টায় রত থাকে তারা হেদায়াতও পায় এবং ঈমানের ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ উন্নতি করে। পুণ্যের কল্যাণে অনেক মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব, আমি যে সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে থাকি সেগুলি এমন লোকদেরই ঘটনা যারা সঠিক পাওয়ার চেষ্টায় রত থাকে বা অনেকে এমনও আছে যাদের ওপর তাদের কোন পুণ্যের কারণে খোদার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ হয়ে থাকে, আর এরপর খোদা তা'লা তাদেরকে সঠিক পথ দেখান। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নতির এমন কিছু আধ্যাত্মিক ঘটনা আজও আমি একত্রিত করেছি।

বুরকিনাফাসো থেকে আমীর সাহেব লিখছেন, লুকিন নামে এক গ্রামে আমাদের মুয়াল্লেম তবলীগের জন্য যান, তবলীগের পর তিনি যখন বয়আত নিতে চান কেবল একজন বৃদ্ধা বয়আত করেন। মুয়াল্লেম সাহেব গ্রামবাসীদের বলেন, এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে আমাদের মসজিদ অবস্থিত, আপনাদের কেউ যদি জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনারা সেখানে আসতে পারেন। সেখানে জুমুআর নামাযেরও ব্যবস্থা রয়েছে। যাইহোক সেই ভদ্রমহিলা বয়আত করেছিলেন। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, কিন্তু সেই গ্রাম থেকে মসজিদে যাওয়ার পথে একটি বর্ষখাল পড়ে আর বৃষ্টির কারণে তা পানিতে কানায় কানায় পূর্ণ থাকে। সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বয়আতের পর প্রত্যেক জুমুআর দিন তার জায়নামায নিয়ে জুমুআ আদায়ের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন আর সেই খালটি পানিতে পরিপূর্ণ দেখে সেখানেই জায়নামায বিছিয়ে দিয়ে বলতেন যে, আমি আহমদীদের সাথে জুমুআর নামায পড়ে নিয়েছি। কেননা, আমার মনে আহমদীদের সাথে নামায পড়ার নিয়্যত ও সদিচ্ছা ছিল। মুয়াল্লেম বলেন, একমাস পর খালের পানি কমে গেলে সেই ভদ্রমহিলা আমাদের মসজিদ এবং মিশন হাউজে আসেন আর পুরো ঘটনা শোনান। আহমদীয়াত গ্রহণের পর এই ছিল তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করেন আর এটি শুনে মুয়াল্লেম সাহেব তবলীগের জন্য পুনরায় সেই গ্রামে যান আর গ্রামবাসীদের বলেন, দেখ! এই বৃদ্ধা সত্য সন্ধানী ছিলেন তাই তিনি সত্য গ্রহণ করেছেন আর খোদা তার প্রতি কৃপা করেছেন ফলে তিনি এতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক জুমুআয় যেতেন আর খালের পাড়ে নামায পড়ে ফিরে আসতেন। বৃষ্টির কারণে খাল অতিক্রম করা সম্ভব হত না। কিন্তু এটি ছিল তার আন্তরিকতা। মুয়াল্লেম সাহেব এই ঘটনা শোনানোর পর সেই মহিলার আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা দেখে সেখানকার স্থানীয় আরো ত্রিশ জন বয়আত করে, এদের অনেকেই তার নিকটাত্মীয় ছিল। অতএব, খোদা তা'লা তাদের জন্য এভাবে হেদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

এমন মানুষও আছে যারা অনেক সময় স্বপ্ন দেখে বয়আত করেন।

ফ্রান্সের এক ভদ্রমহিলা যার নাম আসিয়া সাহেবা, তিনি বয়আত করেন। তিনি বলেন, আমি আমার বয়আতের পুরো বৃত্তান্ত এ জন্য বর্ণনা করতে চাই যেন আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন আর আমাকে এই বরকতময় জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় একদিন আমি ইন্টারনেটে কিছু নতুন চ্যানেলের সন্ধান করছিলাম। এমন সময় আমি 'হেওয়ারুল মুবাশ্বের'-এর লিংক পেয়ে যাই। সেখানে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সকল প্রকার সন্দেহ হতে মুক্ত, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ, শালীন, দৃঢ় এবং অকাট্য যুক্তি শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এর কয়েক দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে পড়ে যাচ্ছি। কূপের দুই প্রান্তকে আমি শক্ত করে ধরে আছি আর আমার পা দুটি নিচের দিকে ঝুলছিল। হঠাৎ করে আমি উপর দিকে দেখি, তিন-চারটি শুভ্র পাখি, যেসব পাখির রং উজ্জ্বল শুভ্র ছিল। কিন্তু জানতাম না যে এরা কারা। সেই পাখিগুলো আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। প্রথম দিকে এই স্বপ্ন আমি বুঝতে পারি নি কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি, এরা তো হেওয়ারুল মুবাশ্বের-এর প্যানেল মেম্বার, যাদেরকে পাখিরূপে দেখানো হয়েছে। প্রথমে আমার জানা ছিল না যে, এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেছেন। কিন্তু আমার কিছুটা সন্দেহ হয় তাই আমি জামা'তী বই-পুস্তক, বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়তে মনস্থির করি। যেগুলিতে ইসলাম বিরোধী কোন কথা আমার চোখে পড়ে নি বরং এর বিপরীতে তাঁর পবিত্র সত্তায় আমি এমন এক বীর পুরুষকে পেয়েছি যিনি ইসলাম, মুসলমান জাতি এবং রসূলে করীম (সা.) কে পূর্ণ শক্তি দিয়ে রক্ষা করেছেন এবং এই পুস্তকাবলী দ্বারা ইসলামের শত্রুদের উপর প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, এরপর আমি ইস্তেখারা করি আর দু'দিন পর আমার এক বান্ধবী আমাকে বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে আমি এবং সে (অর্থাৎ, সেই বান্ধবী) আমার শাশুড়ির বাড়িতে অবস্থান করছি আর বিভিন্ন কক্ষের মধ্য থেকে আমি একটি বিশেষ কক্ষের সন্ধান করছি। খুঁজতে খুঁজতে একটি আলোকজ্জ্বোল এবং আরাম দায়ক কক্ষ চোখে পড়ে, তখন আমি তাকে বলি, এই কামরাটি আমার ভাল লেগেছে, এখানেই আমি থাকব। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের আমি এ অর্থই করেছি যে, আমাকে জামা'তভুক্ত হওয়া উচিত, এরপর তিনি বয়আত করেন।

মীরা নামে তুরস্কের এক ভদ্র মহিলা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার বয়আতের বিস্তারিত ঘটনা শোনাতে

চাই। ২০১০ এ জামা'তের সাথে পরিচিত হই এবং জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য হয়। আমি দেখেছি আমার স্বামী এম.টি.এ. 'আল আরাবিয়া' গভীর আগ্রহ সহকারে দেখতেন তাই আমিও দেখা আরম্ভ করি। তিনি না থাকলেও প্রায় সময়ই আমি একা এম.টি.এ দেখতাম। আমার স্বামী আমাকে বলতেন তুমি নিঃসন্দেহে বয়আত কর, আমি তখন বলতাম, আমি এ দায়িত্ব নির্বাহ করতে পারব না, আমার পরিবার বড়, পরিবারের দায়িত্ব অনেক বেশি। এরপর আমি দাজ্জাল-সংক্রান্ত জামা'তের প্রস্তুতকৃত ফিল্ম দেখেছি আর এর ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে যা পূর্বে কখনো শুনিনি। এরপর আরও বেশি সময় ধরে এম.টি.এ. দেখতে থাকি, হেওয়ারুল মুবাশ্বের অনুষ্ঠান দেখতে থাকি এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে থাকি। এরপর একদিন আব্দুল কাদের আওদা সাহেব এখানে আসেন, তখন আমি বয়আত করি। আমার পুত্রবধু এবং মেয়েরাও বয়আত করে। জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে আমরা পরস্পর মত বিনিময় করতাম আর বলতাম যে এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, যে দিন আমি বয়আত করেছি সে দিন স্বপ্নে দেখি, সূরা কাহাফের আয়াত পড়ছি তখনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন আর আমি ইমাম মাহদীর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব। খোদার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি আমাকে ঈমান দিয়েছেন, খোদা করুন এই দায়িত্ব যেন আমি পালন করতে পারি। এভাবে নিজেরাই ঘটনা শুনাচ্ছেন এবং দোয়ার অনুরোধও করেন।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন, নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যে। বেনিনের মুবাল্লেগ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব লিখছেন যে, মুয়াল্লেম জাকারিয়া সাহেব একটি গ্রামে তবলীগের উদ্দেশ্যে যান, সেখানে এক বন্ধু বলেন, এখন মানুষ কাজকর্মের জন্য গ্রামের বাইরে রয়েছে, তাই আপনারা জুমুআর দিন আসুন, তাহলে মানুষকে এখানেই পাবেন। জুমুআর দিন মুয়াল্লেম সাহেব যখন সেখানে যান তখন মুয়াল্লেম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার পর দুই রাকাত নফল নামায পড়েন এবং ইমাম সাহেব ও গ্রাম কমিটির অনুমতিক্রমে তবলীগ আরম্ভ করেন। মুয়াল্লেম সাহেব সূরা ফাতেহার তফসীর এবং ইমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা চলাকালে মানুষ 'আল্লাহু আকবার' নারা ধ্বনি দিতে থাকেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর মসজিদ কমিটির সভাপতি বলেন, আমি জন্ম গ্রহণ করেছি মুসলমান হিসেবে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি সূরা ফাতেহার এমন তফসীর কোথাও শুনিনি। জামা'তে আহমদীয়ার শিক্ষা যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে আমি সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এই জামা'ত গ্রহণ করছি। অতএব, ইমামসহ এই গ্রামের মুসলিম সংগঠনের সকল সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এভাবে একটা নতুন জামা'ত সেখানে গড়ে উঠে। সেই গ্রামের মৌলবী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আমাদের মুয়াল্লেম যখন ঘরে ফিরে আসে তখন মৌলবী তাকে ফোন করে বলে যে, ভবিষ্যতে এই গ্রামে এবং মসজিদে আর আসবে না। কিছুকাল পর খোদ্দামুল আহমদীয়া বেনিনের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষ্যে আমাদের মুয়াল্লেম যখন পুনরায় সেখানে যান এবং খোদ্দামদের ইজতেমায় যোগদানের অনুরোধ করেন তখন সেই মৌলবী পুনরায় তাকে বাধা দেয় আর তার সাথে খোদ্দামদের নিয়ে যেতে নিষেধ করে কিন্তু নবাগত খোদ্দাম মৌলভীর কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাই ইজতেমায় যোগদান করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিরোধী মৌলবীদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং নতুন জামা'তও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নতুন জামা'ত গঠিত হওয়া-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা রয়েছে আর এটি বেনিনের উরুশা অঞ্চলের ঘটনা। মুরব্বী সাহেব লিখছেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নতুন অঞ্চলে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামে জেলার একটি গ্রামের নাম হল কিসওয়ানী, যেখানে পূর্বে কোন আহমদী ছিল না। বার বার এই অঞ্চলে সফর করার সুযোগ হয়েছে। বহু প্যামপ্লেট, জামা'তী পত্রপত্রিকা এবং বইপুস্তকও এই গ্রামে বিতরণ করা হয়েছে। এরফলে আল্লাহর ফযলে শুধু বয়আত হওয়াই আরম্ভ হয়নি বরং রীতিমত জামা'তও গঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মসজিদের জন্য এখানে জমি ক্রয় করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ মসজিদ নির্মাণের জন্য নিজেরাই ইঁট তৈরী করছে। একই সাথে অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও আরম্ভ হয়ে গেছে। বিরোধীরা জামা'তের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে এবং জামাতের প্রতি অশালীন আচরণ করতে আরম্ভ করেছে। আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে গ্রামে ধর্মীয় বিতর্ক সভা আয়োজন করার ব্যবস্থা করি। পুরো গ্রামে ঘোষণা করানো হয় এবং সুন্নি মৌলবী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যে, তিনি যদি নিজেকে সত্যবাদী মনে করেন তাহলে আসুন আর সবার সামনে কথা বলে নিই। অতএব, নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে মুনাযেরা বা বিতর্ক সভার আয়োজন হয়, বহু অ-আহমদী তাতে যোগদান করে কিন্তু সুন্নি মৌলভীদের মধ্য থেকে কেউ আসে নি। গ্রামবাসীরা তখন বুঝতে পারে যে, মৌলভীদের কাছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিভিন্নভাবে খোদা তা'লা এমন মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর উপকরন সৃষ্টি করেন যারা সত্যিকার অর্থেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখে।বুরকিনাফাসোর আমীর সাহেব লিখছেন, নাবীয়ার নামক এক গ্রামে তবলীগ করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক মানুষ সেখানে বয়আত করে। সেখানে একটি মাটির কাঁচা মসজিদে এক মুয়াল্লেম সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। রীতিমত জুমুআর নামাযের সূচনা হয়। কিন্তু অ-আহমদী মৌলবী নৈরাজ্য ছড়াতে শুরু করে। আহমদীয়াত থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য ঠিক জুমুআর সময় মসজিদে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জামা'তের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবেশেষে মৌলবী ব্যর্থ হওয়ার পর জামা'তে আহমদীয়ার মসজিদের সামনে একটা মসজিদ নির্মাণ করে এবং ঘোষণা করে আহমদীয়া মসজিদ কেবল নামাযের বিছানা রাখার স্টোর হয়ে যাবে, সেখানে কোন নামাযীই আসবে না। কিন্তু বাস্তবে এর ঠিক উল্টোটি ঘটে। সেই মসজিদে কেবল তার আত্মীয়স্বজনরাই নামায পড়ে আর আমাদের মসজিদে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি লিখেন, ছোট্ট একটি জায়গায় জুমুআর নামাযের উপস্থিতি দুইশত থেকে আড়াইশত পর্যন্ত হয়।

দোয়া কবুলের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে দেখান তা দেখুন! বেনিনের মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আনসার সাহেব বলেন, আসীওন নামক গ্রামে দুইশত বয়আত হয়েছিল। এখন এই গ্রামে প্রত্যেক জুমুআয় এবং মঙ্গলবারে তরবিয়তী ক্লাস হয়। সেখানকার প্রেসিডেন্ট সাহেবের মেয়ে যিনি অন্য কোন গ্রামে থাকতেন, তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতার কারণে দেহ প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। আমি যখন তার গ্রামে যাই, প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, দোয়া করুন আর যুগ খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখুন। (হুযূর বলছেন, তিনি এখানে আমাকেও চিঠি লিখেছেন।) পরের দিন পুনরায় সেখানে গেলে লোকেরা জানায় যে, সেই মেয়েটি কথা বলা এবং নড়াচড়া করা বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু চিকিৎসায় কোন লাভ হচ্ছিল না। পরে নিরাশ হয়ে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এক মৌলভীকে ডাকা হয়, যে তার ওপর 'দম' করে আর এর বিনিময়ে সে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক এবং একটি ছাগল হাতিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু মেয়েটি একটুও সুস্থ হয় নি। এরপর আরেক মৌলবীকে ডাকা হয়, সেও একই পরিমাণ অর্থ আদায় করে নেয় কিন্তু কোন লাভ হয় নি। মৌলবীদের পক্ষ থেকে আমরা নিরাশ হয়ে যাই এবং চিন্তা করি যে, এ তো মরেই যাবে। কাজেই, এই মেয়েকে তার বাপের বাড়িতে রেখে আসি। অতএব, মেয়েকে এখানে নিয়ে আসার পর সেই মেয়ের পিতা সেখানেও জামা'তকে দোয়ার অনুরোধ করে আর আমাকেও দোয়ার জন্য চিঠি লিখে। আর তিনি লিখছেন যে, একদিন পরেই সেই মেয়ের নড়াচড়া করা শুরু করে এবং পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তার দেহ থেকে রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। কেউ ভাবতেও পারত না যে, সে প্রাণে রক্ষা পাবে কিন্তু এখন তাকে দেখে কেউ ভাবতেই পারে না যে, এই মেয়ে কখনো অসুস্থও হয়েছিল। এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতারই প্রমাণ।

বুরকিনা ফাসোরই মুয়াল্লেম সিন্দে করীম সাহেব লিখছেন, তবলীগের জন্য আমরা এক গ্রামে যাই, সেখানে পৌঁছানোর পর তবলীগের অনুমতি চাইলে গ্রামের ইমাম বলেন, আমাদের কাছে পূর্বেও আপনাদের মুবাল্লেগ এসেছিলেন, আমাদের অনেকে বয়আতও করেছিল কিন্তু পুরো গ্রাম বয়আত করে নি, তাই আপনি তবলীগ করুন। আপনার তবলীগের ফলে ইতিপূর্বে যারা আহমদী হয় নি তারাও হয়তো আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে, শেষের দিকে তাদের প্রবীণরা বলে যে, আমরা বয়আত করেছিলাম ঠিকই কিন্তু কিছু কথা অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু আজকে আমরা স্বয়ং দেখেছি যে, বর্তমানে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ইসলামের সেবা করে থাকে তাহলে তা কেবল আপনারাই করছেন। কেননা, আপনারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন আর আপনারা ক্লান্ত হন না। কাজেই, আমরা আপনাদের সাথে আছি। অতএব, ইমাম সাহেব গ্রামের লোকদেরকে বলেন,ইতিপূর্বে যারা বয়আত করে নি তাদেরও বয়আত করা উচিত। এভাবে গ্রামের আরো ৭৩ ব্যক্তি আহমদীয়াতভুক্ত হয়।

খোদা তা'লা যদি এদের হৃদয় উন্মোচন করেন আর সত্য ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে থাকেন তাহলে এটিই তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ। তাই কেবল সেখানেই কেন হচ্ছে?- এর উত্তর হল তারা ধর্ম নিয়ে চিন্তিত, নিজেদের ব্যাপারে তারা চিন্তিত, সারা রাত বসে তারা ধর্মীয় আলোচনা শুনে। এখানে এত দীর্ঘক্ষণ ধর্মের জন্য সময় দেওয়া, ধর্মীয় অধিবেশনে বসা এবং প্রশ্নত্তোর অধিবেশন শোনার জন্য কারো সময় নেই।

ভারতের নায়েব নাযের দাওয়াতে ইলাল্লাহ লিখছেন যে, লাখিমপুর শহরে এক বন্ধু আব্দুস সাত্তার সাহেবের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরী হয়। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সাক্ষাতে তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, আমরা কিরণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলাম; আমাদের পঞ্চশ বিঘা জমি

ছিল, ভালো ব্যাবসা ছিল এবং বার বছর পূর্বে বয়আত করে আমরা জামা'তে যোগ দিই কিন্তু বয়আতের পর আমাদের এত বিরোধিতা হয় যে, বিরোধীরা আমাদের ঘর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে। আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়। আমার ছেলেকে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, আমার স্ত্রীর হাত ভেঙ্গে দেয়। এত বিরোধিতা হয় যে, বাড়িঘর ও জমি পানির দামে বিক্রি করে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। পুরো ব্যাবসা ধ্বংস হয়ে যায়। সেখান থেকে লক্ষিমপুর শহরে আসি। একটা ছোট ঘরে আমরা স্থানান্তরিত হই। বিরোধীরা আমাদের পিছু ছাড়েনি, তারা এখানেও পৌঁছে যায় এবং শহরের মুসলমানদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ করে তোলে। পুরো শহরে একজন মুসলমানও আমাদের সাথে কথা বলত না, আসতে যেতে আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হত এই সময় জামা'তের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার এক মহান নিদর্শন দেখিয়েছেন। আমাদের বিরোধিতায় যারা অগ্রগামী ছিল এমন বড় বড় বিরোধীরা বাস ভর্তি হয়ে এক বিয়েতে যাচ্ছিল, তাদের বাস রেলগেটে আটকে যায় এবং ট্রেনের সাথে সংঘর্ষের ফলে ২৮ জন অকুস্থলেই নিহত হয়। যারা জীবিত ছিল তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়, লাশের অবস্থা এমন ছিল যে, শনাক্ত করা কঠিন ছিল, বেশ দূর পর্যন্ত দেহের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এক একজন বিরোধীর বাড়িতে নয় জন করে মারা যায়। আমরা এই ঘটনা জানতে পেরে আহতদের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে যাই, তখন বিরোধীদের আত্মীয়স্বজন লজ্জায় মুখ লুকানোর চেষ্টা করতে থাকে। এই ঘটনার পর লক্ষিমপুর শহরের বড় মসজিদের এক মৌলবী দুর্ঘটনার পর যে সমস্ত বিরোধীরা বেঁচে ছিল তাদেরকে এবং আব্দুস সাত্তার সাহেবের পরিবারকে মসজিদে ডেকে আনেন। মৌলবী সাহেব বিরোধীদেরকে বলেন আপনারা এই আহমদীদের কাছে ক্ষমা চান আর বিরোধিতা ত্যাগ করুন আর এদেরকে যে বয়কট করেছিলেন তা উঠিয়ে নিন। অতএব, এই দুর্ঘটনার পর বিরোধিতা একেবারে কমে যায়। জামা'তের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল ঠিকই কিন্তু আমরা অন্তরে আহমদী ছিলাম। যোগাযোগ পুনর্বহাল হওয়ায় তারা খুবই আনন্দিত হন এবং বয়আত নবীকরণ করেন। যারা আহমদী হয় আর সত্যিকার অর্থে বুঝে শুনে আহমদী হয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানে দৃঢ়তাও দান করেন।

কসোভোর মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন খ্যাতনামা এক আলেম Shefqet Kransiqui সাহেব দীর্ঘ দিন যাবৎ দেশের রাজধানীর সবচেয়ে বড় মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী বিভাগের প্রফেসরও ছিলেন এবং দেশে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর পূর্বে রেডিও-এর অনুষ্ঠানে জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেছিলেন এবং ইন্টারনেটেও জামা'তের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন। আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে এর প্রতিশোধ নিয়েছেন দেখুন। চরিত্রহীন হওয়ার অভিযোগে প্রথমে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়, এরপর পুলিশ তাকে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আর কালো টাকা রাখার অপরাধে গ্রেফতার করে, বেশ কিছু দিন হাজতে রাখে। এরপর মসজিদের ইমামের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয় এবং যাবতীয় দায়িত্বাবলী তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। দেশে অন্য কিছু ইমামও জামা'তের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্ররোচিত করত। এ বছর সমাজে সাম্প্রদায়িকতা এবং অশান্তি ছড়ানোর অপরাধে বন্দি করা হয়। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত দেশের নেত্রীস্থানীয় আলেমদের কখনো এতটা লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে পড়তে হয় নি আর এই কারণে সেখানকার আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা ঈমানে দৃঢ়তা দান করেছেন।

নতুন বয়আত গ্রহণকারীদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন হওয়া এবং এরপরও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা-সংক্রান্ত ভারতের একটি ঘটনা আমি পূর্বেই শুনিয়েছি। একইভাবে উত্তর প্রদেশের আরও একটি গ্রামের ঘটনা রয়েছে। সেখানকার পুরো গ্রাম বয়আত করেছিল কিন্তু পরে ভয়াবহ বিরোধিতার কারণে তারা আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়। কিন্তু মোহাম্মদ হানিফ সাহেব নামে এক ব্যক্তি আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিরোধীরা তার প্রবল বিরোধিতা করে কিন্তু তিনি নিজের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখেন। বিরোধিতা চলাকালে হানিফ সাহেবের ছেলে ইন্তেকাল করে। বিরোধীরা তার ছেলেকে কবরস্থানে দাফন করতে আর জানাযা পড়তে নিষেধ করে আর বলে যে, তুমি আহমদীয়াত ছেড়ে দিলে তবেই ছেলের জানাযা পড়ব এবং কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দিব। কিন্তু হানিফ সাহেব অবিচল থাকেন। তিনি নিজের ছেলেদের সাথে নিয়ে জানাযা পড়েন এবং নিজের বাড়িতেই ছেলেকে দাফন করেন। জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ বহাল হওয়ার পর সাক্ষাতের সময় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং পুরো পরিবার নিয়ে বয়আত নবীকরণ করেন। যখন জিজ্ঞেস করা হয় কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেন নি কেন? তিনি বলেন, লোকে আমাকে বলেছিল লখনউতে কাদিয়ানীদের কেন্দ্র যে ছিল তা উঠে গেছে, মাদ্রাসাও বন্ধ হয়ে গেছে আর সেখানে কেউ নেই। আর কাদিয়ানের যোগাযোগের ঠিকানা আমাদের কাছে ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঈমানে যেহেতু দৃঢ়তা ছিল তাই তিনি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াত দেওয়ার ছিল তাই তাকে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যারা কোন উদ্দেশ্যে আহমদী হয়েছিল বা বয়আত করেছিল তারা সবাই ফিরে গেছে এবং জামা'ত ছেড়ে দিয়েছে।

আইভোরিকোস্টেও জামা'তের কারণে জুলুম ও নির্যাতনেরএকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক নতুন বয়আতকারী বোমবা সিকো সাহেব বয়আতের পর পত্রযোগে ভাইদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের সংবাদ দেন। ভাইরা উত্তর দেয় তিন দিনের মধ্যে যদি আহমদীয়াত না ছাড়ে তাহলে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে তার শিরোচ্ছেদ করা হবে। একইভাবে তার ব্যাবসার অংশীদাররা ওয়াহাবী দৃষ্টিভঙ্গী রাখত। তিনি তাদের অংশ দিয়ে পার্টনারশিপ ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি কোন ধরণের ক্ষয়ক্ষতি এবং বিরোধিতার তোয়াক্কা করেন নি এবং দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এম.টি.এ-এর মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যোগাযোগের যে সুযোগ হয়েছে আর আমার খুতবা যেভাবে সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে তা অ-আহমদীরাও শুনে। আর মানুষের ওপর এর কেমন প্রভাব পড়ে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা আমীর সাহেব বর্ণনা করছেন। দানিয়াল নামে এক ব্যক্তি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি বলছেন, এর পূর্বে সে মায়োটে দ্বীপে বসবাস করতেন। এটি একটি ফরাসী দ্বীপ। মায়োটিতে যে মসজিদে যেতেন সেই মসজিদের ইমাম প্রায় সময়ই এম.টি.এ.-তে আমার জুমুআর খুতবা শুনতেন। তিনি লিখছেন, খুতবায় আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিলাম। এটি শুনে তার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। মসজিদের ইমাম আমাদেরকে জামা'তের আহমদীয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানকার ইমাম ভদ্র ছিল, কোন ব্যক্তি স্বার্থ ছিল না। সেই ইমাম আমাদেরকে বলেন– দোয়া করুন, খোদা যেন আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তার এই কথাগুলো আমার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। এরপর ইমাম সাহেব আমাদেরকে জামা'ত-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। আমি ইন্টারনেট থেকে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে থাকি। ফরাসি ভাষায় জামা'তী কিছু ভিডিও সামনে আসে যা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু-সংক্রান্ত ছিল। অনুরূপভাবে, ইউটিউবে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত খুতবার ফরাসি অনুবাদও পেয়ে যাই। তিনি লিখছেন যে,এরপর আমি বয়আত করি। আমীর সাহেব লিখছেন, ভদ্রলোক ফ্রান্সের মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেবকে মায়েটোর ইমামের সাথে যোগাযোগ করিয়েছেন এবং তাঁকে জামা'তী বইপুস্তক ইত্যাদি পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেই ইমাম আরও ৭০জন ব্যক্তিসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন তাই সহস্র সহস্র মাইল দূরে ছোট্ট একটি দ্বীপে বসবাসকারীর কাছে খুতবার মাধ্যমে তবলীগের কাজ সাধিত হয়েছে। এটিও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যা তিনি এম.টি.এ-এর মাধ্যমে আমাদের প্রতি করছেন।

অমুসলিমদের ওপর বইপুস্তকের কী প্রভাব পড়ে তা দেখুন! কঙ্গোর ব্রাযভিলথেকে মুয়াল্লেম সাহেব লিখছেন যে, এক নতুন বয়আতকারী উম্বিমা সাহেব তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন আমি আমার ছোট ভাইয়ের ঘরে যাই, তার কাছে ফরাসি ভাষার 'ঈসা (আ.)-এর সত্য কাহিনী' শীর্ষক একটি বই দেখি। এই বইটি আমি পাঠ করার জন্য নিয়ে যাই। তারপর পাদ্রির কাছে এই বইয়ের কথা উল্লেখ করি, পাদ্রি বলে এভাবে চিন্তাভাবনা না করে কোন বই পড়া উচিত নয় এতে ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এই বইটি পড়ার পর আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় আর আমি বুঝতে পারি যে, পাদ্রিরা আমাদের কাছে অনেক কিছু গোপন করে। আমি পুনরায় বইটি পড়ি এবং বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখি। আমি আমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি, যে পূর্বেই আহমদী জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, এই বই তুমি কোথা থেকে নিয়েছো আর এরা কারা? সে আমাকে বলে, এটি জামা'তে আহমদীয়ার প্রকাশিত পুস্তক। কিছুদিনের মধ্যে আমি আহমদীয়া মিশন হাউসে যাব, যেখানে গিয়ে জার্মানির জলসা শুনব। তুমিও আমার সাথে চল, নিজেই দেখে নিও তারা কারা। সেখানে তুমি ইসলাম-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী করো। আমরা মিশন হাউসে যাই, সেখানে জার্মানির জলসার পরিবেশ দেখি এবং হুযূরের বক্তৃতা সমূহ শুনি। এসব শুনে আমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসে। আল্লাহর ফযলে জার্মান জলসার সময়েই আমি বয়আত করি। আমি এখন খুবই আনন্দিত। আমি অনুভব করছি যে, জীবনের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে যা এখন পূর্ণ হয়েছে।

বয়আতের পর মানুষের মাঝে অসাধারণ পরিবর্তনও আসে। উজবেকিস্তানের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধু যাহির ওয়াহেদ উচ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সূরা ফাতেহার তফসীর সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমার নামাযের রীতিই বদলে গেছে। এখন আমি নামাযে সেসব

কিছু পাই যা পূর্বে পেতাম না। বিশেষকরে এই হাদীসের ব্যাখ্যা আমার অনেক কাজে এসেছে যা পূর্বে আমি বুঝতাম না আর যে হাদীসে ‘এহসান’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট করা হয়েছে।

কসোভোর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, নতুন বয়আতকারী আহমদীরা নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে চলেছে। এক বন্ধুর নাম নজির বালায়ে সাহেব। তিনি শহরের পৌরসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্মকর্তা। আহমদীয়াত গ্রহণের পর ব্যস্ততা সত্ত্বেও দিনরাত জামা’তের সেবায় রত থাকেন। যেকোন তরবিয়তী বা তবলিগী প্রোগ্রামই হোক না কেন এর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকেন। প্রতিবেশী দেশে ওয়াকফে আরজী করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকেন। তার মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন তবলিগী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একবার একটি তবলিগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তবলিগী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠান চলাকালেই বেশি দুর্বলতা অনুভব করলে বাড়িতে যান এবং তার স্ত্রী যিনি নার্স ছিলেন তার কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা বোধ করার পর পুনরায় তবলীগি অনুষ্ঠান যাওয়ার জেদ ধরেন এবং অনুষ্ঠানে ফিরে আসেন। রাতে দীর্ঘক্ষণ তবলীগি অনুষ্ঠানে বসেছিলেন। এই হল নবাগতদের তবলীগ-সংক্রান্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা।

কঙ্গোর ব্রাযভিলের মুয়াল্লেম ইব্রাহিম সাহেব লিখছেন,এক গ্রামের এক কর্মকর্তা বলেন, জামাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মদ পান করে গালাগালি করত, আমার সাথে দুর্ব্যবহার করত। কিন্তু আমি দেখেছি যেদিন থেকে সে ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে, মদ পান করা এবং গালাগালি করা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। আমার জন্য এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয়। অতএব, খোদা তা’লা এই পরিবর্তন সৃষ্টি করেন আহমদীয়াতের কল্যাণে।

বুরকিনাফাসোর নতুন বয়আতকারী বন্ধু সুরি হামিদু সাহেব বর্ণনা করেন, আমি যখন অ-আহমদী ছিলাম তখন অনেক সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। আমার ঘরে সন্তান হত কিন্তু মারা যেত, পীর-ফকিরদের কাছে গেলে কেউ বলত ছাগল নিয়ে আস। কেউ বলত মোরগ নিয়ে এসে প্রতীমার বেদিতে জবাই কর। এভাবে তোমার সমস্যার সমাধান হবে। তিনি বলেন, জামা’তে আহমদীয়ার বার্তা শুনার পর খুব ভালো লাগে আর এই জামা’তে যোগ দিই। এরপর যে অর্থ মৌলবী এবং প্রতীমার পিছনে ব্যয় করতাম তা চাঁদা হিসেবে দেওয়া আরম্ভ করি। আমি দেখেছি আমার সকল সমস্যার সমাধান হতে থাকে। আল্লাহ্ তা’লা আমাকে এমন সন্তান দিয়েছেন যারা জীবিত আছে। কিছুকাল পর মৌলবী যখন দেখল যে, এই ব্যক্তি এখন আর আমাদের কাছে আসে না এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে, সে আহমদী হয়ে গেছে তখন মৌলবী বলা আরম্ভ করে যে, তোমার পূর্বপুরুষেরা যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তুমি কেন তা ত্যাগ করলে? তিনি বলেন, আমি তাকে বলি– এখন আমি খুবই আনন্দিত, আল্লাহ্ তা’লা আমাকে জীবন্ত সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন। আমি যা চাঁদা দিই আল্লাহ্ তা’লা আমাকে তার দ্বিগুণ ফেরত দেন। এসব কিছুই জামা’তে আহমদীয়ার কল্যাণ। আল্লাহ্ তা’লা আমার ঘরের অবস্থা বদলে দিয়েছেন, যে কাজই করি তাতেই সফলতা লাভ করি। এজন্য আল্লাহ তা’লাই আমাকে এই পথে পৌঁছিয়েছেন। পূর্বপুরুষদের যে পথ ছিলতা ছিল ভ্রষ্টতার পথ।

রেডিও এর মাধ্যমেও বয়আত হয়। বেনিনের মুবাল্লেগ লিখেন যে, আমার অঞ্চলের একটি গ্রাম থেকে এক খ্রিষ্টান বন্ধু সোভে জোরাফেন একদিন আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান চলাকালে ফোন করে ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং সেখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরে যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হয় আর তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং যৌক্তিক প্রমাণাদি ও বাইবেলের বরাতে উত্তর দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় তিনি আশ্বস্ত হন আর স্বীকার করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ধর্মবিশ্বাস সঠিক এবং হযরত ঈসা (আ.) কেবল একজন নবী ছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় আগমণ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। এই কথা তিনি বুঝতে পারেন এবং ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আলোচনাকালে তিনি বলেন, দীর্ঘকাল থেকে তিনি আমাদের অনুষ্ঠান গভীর আগ্রহের সাথে শুনছেন। সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রেডিও অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি বিশেষভাবে অনুষ্ঠান শোনার জন্য কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসেন।

অন্বেষণ থাকলে আল্লাহ্ তা’লা পথ প্রদর্শন করেন যেভাবে আল্লাহ তা’লা নিজেই বলেছেন। বলিভিয়ার মুবাল্লেগ গালেব সাহেব লিখছেন যে, উইলিয়াম শাহিন যিনি যেহবা উইটনেস ফেরকার এক পাদ্রী ছিলেন, তিনি লেবানন বংশোদ্ভুত এবং জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান ছিলেন। গত তিন বছর যাবৎ তিনি বলিভিয়ায় অবস্থান করছেন। এই অধম খৃষ্ট ধর্মের এই ফিরকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার সাথে মিটিং নির্ধারণ করে। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি তার ফিরকা সম্পর্কে কিছু বলার পরিবর্তে আমার কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা আরম্ভ করেন। এই সাক্ষাৎকারে জামা’তের বিশ্বাস উপস্থাপন করা হয়। বিশেষ করে ঈসা (আ.)-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়। আমি তাকে জুমুআয় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। তিনি জুমুআর জন্য নিয়মিত আসতে আরম্ভ করেন। প্রত্যেক জুমুআর পর তার সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উইলিয়াম সাহেবের চিন্তা ছিল তিনি যদি জামা’তভুক্ত হন তাহলে তার পিতামাতা এবং গীর্জা কর্তৃপক্ষ তার বিরোধিতা করবে, এজন্য তাকে নতুন চাকরির সন্ধান করতে হবে কিন্তু অপর দিকে তিনি সত্য সন্ধানকেও গুরুত্ব দিতেন। তিনি আরবী বুঝতেন, জামা’তের ওয়েব সাইটে জামা’তের আরবী বইপুস্তক পাঠ করা আরম্ভ করেন। বইপুস্তক পাঠ করার পর তিনি বলেন, দীর্ঘ দিন থেকে তিনি সত্যের সন্ধানে ছিলেন, এখন সত্য পেয়ে গেছেন। অতএব, বিরোধিতা এবং জীবিকার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ্ তা’লার ফযলে একদিন জুমুআর পর তিনি বয়আত গ্রহণ করে জামা’তভুক্ত হন।

মানুষের ওপর (সত্যের) বাণীর প্রভাব পড়ে, সে বয়আত করুক বা না করুক। কামরান মুবাশ্বের সাহেব এ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া থেকে লিখেন, আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে তবলীগ করার পরিকল্পনা রূপায়ন করি। এক বাড়িতে কড়া নাড়ি, ভিতর থেকে এক ব্যক্তি রাগে কম্পমান অবস্থায় বেরিয়ে আসে আর এমন মনে হচ্ছিল যে, হয়ত আমার ওপর হামলা করবে। মুরব্বী সাহেব বলেন, সেই রাগের বশেই সে বলে, যখন থেকে তোমরা মুসলমানরা আমাদের দেশে এসেছ, আমাদের দেশের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে, আমাদের দেশ থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও। আমাদের সাথে তোমরা মিলেমিশে থাকতে পারবে না আর থাকতেও চাও না। তার কথা শেষ হওয়ার পর আমি তাকে বলি, আপনার কথা সঠিক, কিছু মুসলমান অবশ্যই উগ্র এবং কট্টরপন্থী যারা ইসলামের বিকৃত চিত্র তুলে ধরছে কিন্তু আমাদের শিক্ষা হল ‘ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে’। আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত সকল অর্থে যে দেশেই যায় সেখানে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের মূলধারার সাথে মিলেমিশে থাকে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও খেলাধুলা করে, ফুটবল ক্লাবেও রয়েছে। আমি এখানে নতুন এসেছি, লাইব্রেরীর সদস্য হয়েছি। যাইহোক, তার সাথে দীর্ঘ কথোপকথন হয়। এসব কথা শুনে সেই ব্যক্তিই যে পূর্বে রাগে কাঁপছিল আর মনে হচ্ছিল যে, সে আমাদের ওপর হামলা করে বসবে, সে আনন্দিত হয় এবং বলে, তোমার সাথে আমি ছবি তুলতে চাই। তিনি বলেন, শেষের দিকে তাকে মিশন হাউজে আসার আমন্ত্রণ জানাই এবং সে ব্যক্তি সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। তিনি লিখেন, আল্লাহ্ তা’লার কৃপা যে, তিনি স্বয়ং মানুষের হৃদয়কে জামা’তের বার্তার শোনার জন্য কোমল করে দিচ্ছেন।

বিগত একটি খুতবায় আমি বলেছিলাম যে, যারা এখানে নতুন শরণার্থী হয়ে এসেছেন, তাদের তবলীগ করা উচিত। এখানকার একজন শরণার্থী যিনি জার্মানি থেকে এসেছেন এবং অভিবাসনের জন্য আবেদন করে রেখেছেন। তিনি তার ঘটনা লিখছেন যে, এক জজ সাহেবের কাছে আমার ফাইনাল প্রোটোকল ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন তুমি কি তোমাদের জামা’তের ফ্লায়ার বিতরণ কর? সে বলে, হ্যাঁ!আমি ফ্লায়ার বিতরণ করি। সেই জজ সাহেব জিজ্ঞেস করেন, কোথায় বিতরণ কর? আমি কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করি। বিচারক বলেন, ঠিক আছে অমুক জায়গায় আমিও ফ্লায়ার নিয়েছিলাম, যাও তোমার কেস পাশ করছি। এভাবে তবলীগও তার অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হয়ে গেছে।

পুণরায় অষ্ট্রেলিয়ার মুবাল্লেগ কামরান সাহেবেরই ঘটনা এটি। তিনি বলছেন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কতক সদস্যের মাঝে কিছু কাজ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা থাকে। তারা লজ্জা পায় যে, এমনটি করলে এখানকার মানুষ আমাদের কী বলবে? আল্লাহ্ তা’লার ফযল ও কৃপায় এখানে জামা’ত এখন এতটা পরিচিতি লাভ করেছে এবং মানুষ এতটা জানে যে, এখানকার যুবকদের সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গেছে কিন্তু কোন কোন জায়গায় এখনো আছে। তিনি বলেন, অষ্ট্রেলিয়ায় খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নিয়ে একটা তবলীগের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। খোদ্দামদের বলা হয়েছিল তারা জামা’তী শার্ট পরে বাইরে যাবে এবং তবলীগ করবে। তখন এক খাদেম আমার কাছে এসে বলে, জামা’তী শার্ট পরতে আমার লজ্জা লাগে, এর উপর জামা’তে আহমদীয়া লেখা থাকে। তিনি বলেন, আমি তাকে বুঝিয়ে বলি– এ কারণেই মানুষ আমাদের কাছে আসবে, তুমি পরে যাও, দেখ কী হয়! আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এমনই হয়েছে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সেই গ্রুপ যখন বাইরে যায়, মানুষ আমাদের ফটো তুলতে আরম্ভ করে আর এই উপলক্ষ্যে আমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং তবলীগের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। পরে সেই খাদেমই তার বন্ধুদের বলা আরম্ভ করে যে, পূর্বে জামা’তের শার্ট বা টিশার্ট পরতে আমার লজ্জা লাগত, এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, সকল বরকত এবং কল্যাণ জামা’তের নামের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব,আল্লাহ্ তা’লা এভাবে তবলীগের কল্যাণে যুবকদের তরবিয়তের উপকরণও সৃষ্টি করছেন।

আল্লাহ্ তা’লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম করে বলেছিলেন যে, ‘ফাহানা আন তুআনা ওয়া তু’রাফু বায়নান্নাসে’। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি যুগ এমন আসবে যখন তোমাকে সাহায্য করা

হবে, তুমি মানুষের মাঝে পরিচিতি লাভ করবে। এটি হল ইলহামের অর্থ। ‘তোরাফু বায়নান্নাস’ খোদা তা’লা এ কথা তাকে জানিয়েছেন ১৮৮৩ সনে প্রথমবার ইলহাম করেছেন এরপর আরো দুইবার এই ইলহাম হয়েছে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেউ জানত না। তিনি বলেন, এটি কি কোন মানুষের কাজ বা মানবীয় পরিকল্পনা হতে পারে? মোটেই নয়। এটি খোদা তা’লার কাজ। তিনি পূর্বেই একটি ঘটনার সংবাদ দিয়ে থাকেন আর তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ দিতে পারেন। তিনি বলেন, প্রতিদিনই এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে। পৃথিবীতে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ তাঁর হাতে বয়আত করছে।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা’লা এক সংবাদ দেন যে, এক যুগ এমন আসবে যখন তুমি সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করবে।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬২-১৬৩ থেকে সংকলিত)

আর এমনই হচ্ছে। আজ আমরা দেখি যে, এভাবেই আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম, জামা’তের নাম এবং ইসলামের নাম পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে। এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি কণ্ঠস্বর পৃথিবীর বহু দেশে পৌঁছে গেছে। ২১০টি দেশে পৌঁছে গেছে।

দেশ প্রসঙ্গে বলতে আমি বলতে চাই, অনেকে মনে করে, জামা’ত হয়তো অতিরঞ্জণ করে বলে থাকে। পৃথিবীতে এত দেশই নেই যতটা আমরা বলে থাকি। কেননা, জাতিসংঘের সদস্য মোট ১৯০ বা ১৯৫টি দেশ। জাতিসংঘের সদস্য দেশের সংখ্যা হয়তো এতটাই হবে; কিন্তু পৃথিবীতে দেশের সংখ্যা প্রায় ২২০ টি। সম্প্রতি বি.বি.সি. তাদের কোন খেলা প্রসঙ্গে কথা বলছিল আর তারাও বলেছে যে, এই অনুষ্ঠান ও এই ম্যাচ পৃথিবীর ২২০টি দেশে দেখা হবে।

(http://www.bbc.com/sport/boxing/41033008)

কাজেই, জাতিসংঘের বরাতে কথা বলে হয়তো এই ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, জামা’তে আহমদীয়া হয়তো অতুয্ক্তি করে আর তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বেশি দেশ বানিয়ে নিয়েছে। কিছু যুবকের মাথায় এমন ধারণা রয়েছে তা তাদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন এই বাণী যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা’লা আমাদেরকে পৃথিবীতে পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা যেন আমরা সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারি।

****

একের পাতার পর ....

একবার আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের আইন অমান্যের মোকদ্দমা চালানো হয়। ইহার শাস্তি ছিল পাঁচ শত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের জেল। বাহ্যতঃ নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ ছিল না। এমতাবস্থায় খোদা তা’লা স্বপ্নে আমাকে জানান যে, এই মোকাদ্দমার রফা করিয়া দেওযা হইবে। এই মোকদ্দমার সংবাদ দাতা ছিল রিলিয়া নামক এক খৃষ্টান। সে অমৃতসরে উকিল ছিল। আমি স্বপ্নে ইহাও দেখিলাম যে, সে আমার দিকে একটি সাপ পাঠাইয়াছে। আমি ঐ সাপকে মাছের ন্যায় ভাজিয়া তাহার দিকে ফেরৎ পাঠাইয়াছি। যেহেতু সে উকিল ছিল, সেহেতু আমার মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত তাহার উপকারে আসিত এবং ভাজা মাছের ন্যায় কাজে লাগিত। বস্তুতঃ ঐ মোকদ্দমা প্রথম শুনানীতেই খারিজ হইয়া গেল।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৬)

নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে পর্দা করা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

“ যারা বলে, ইসলামে মুখমণ্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হল মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমণ্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার উপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেওয়া অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেওয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমণ্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।”

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১০)

তিনি আরও বলেন: “ কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, কাঁধ ও কানের ডগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখ, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।”

(আল ফযল, ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

২০,৪৫৫জন এবং পুরুষের সংখ্যা ২০,৬১৮জন। এছাড়াও তবলীগাধীন যে সমস্ত অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল ১০৫৫ জন।

এই জলসায় ৮৮ টি দেশের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে এবং ৬১১৮জন অতিথি বিভিন্ন দেশ থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। এপরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপ দোয়া সংবলিত নযম ও তারানা (সমবেত নযম) পরিবেশন করে। সর্বপ্রথম আফ্রিকার সদস্যদল নিজেদের বিশেষ প্রথা ও ভঙ্গিতে অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এবং কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করে। এরপর মেসিডোনিয়া থেকে আগত নওমোবাঈন মেসিডোনিয়ান ভাষায় একটি নযম পরিবেশন করে। এই নযমের অনুবাদ নিম্নরূপ:

“ আমি এমন একটি স্থানের সন্ধান পেয়েছি যেটি আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রিয় বান্দার বিশ্রামস্থল। হে পাখিরা! যদি তোমরা মদিনার উপর দিয়ে উড়ে যাও, তবে প্রিয় রসূল (সা.)-কে আমাদের সালাম বলে দিও। আমার মন তাঁর জন্য ব্যকুল হয়ে আছে। আমি এমন এক স্থানের সন্ধান পেয়েছি যেখানে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা বিশ্রাম করছেন। হে পাখিরা! যদি তোমরা কাদিয়ানের উপর দিয়ে উড়ে যাও তবে আমাদের ইমামকে সালাম বলে দিও। আমার মন তাঁর জন্য ব্যকুল হয়ে আছে। আমি এমন এক স্থানের সন্ধান পেয়েছি যার সম্পর্কে সকলে বলে যে, সেখানে আল্লাহ্‌র এক বান্দা আসেন। হে পাখিরা! যদি তোমরা জলসা সালানার উপর দিয়ে উড়ে যাও তবে আমাদের প্রিয় ইমামকে সালাম বলে দিও। আমার মন তাঁর জন্য ব্যকুল হয়ে আছে।”

এরপর স্পেনিশ ভাষায় দোয়া সংবলিত একটি নযম পরিবেশিত হয়। এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী জার্মান ভাষায় খোদ্দামরা একটি তারানা পরিবেশন করেন। সবশেষে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্ররা খিলাফতের সঙ্গে অনুরাগ ও বিশ্বস্ততার অঙ্গিকার ও দোয়া সংবলিত একটি নযম পেশ করে। একটি প্রাঞ্জল ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে একের পর এক নযম পরিবেশিত হচ্ছিল। এই প্রোগ্রাম শেষ হওযার পরই নারা ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। ছোট-বড় সকলেই প্রিয় ইমামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করছিল। এটি ছিল জলসা সমাপ্তির বিদায়ী মূহুর্ত আর সকলের মন খলীফার প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার আবেগে পূর্ণ আর চোখগুলি অশ্রুসিক্ত ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) হাত তুলে তাঁর অনুরাগীদের প্রতি আসসালামো আলাইকুম ও খোদা হাফেয বলেন এবং নারা ধ্বানির মধ্য দিয়ে জলসা প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

নও মোবাঈনদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৭ ১০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে হলঘরে আসেন যেখানে নওমোবাঈনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুষ্ঠান ছিল।

মোট ৩৮ জন নওমোবাঈন ছিলেন যাদের মধ্যে ১৪জন শিশুও ছিল। এঁরা জার্মানী, নরওয়ে, তুরস্ক, কুর্দিস্তান, ইরাক, কোসোভো, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ফ্রান্স এবং হল্যান্ড থেকে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ৯ জন এমন ছিলেন যারা সদ্য জলসাতেই বয়আত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সব নওমোবায়েআত কোন দেশের? নওমোবাইয়েআতদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, এঁরা বিভিন্ন জাতির মানুষ, কেবল জার্মানী থেকেই নয় বরং অন্যান্য দেশ থেকেও এসেছেন।

* ফ্রান্স থেকে আগত এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি আজই বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তিনি নিজের স্বামী ও সন্তানদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন। হুযুর জিজ্ঞাসা করলে ভদ্রমহিলা বলেন, তাঁর স্বামী মরোক্কো বংশোদ্ভুত আর তিনি ফরাসি।

* এক তুর্কী মহিলা যিনি দুই মাস পূর্বেই বয়াত করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতার জন্য দোয়ার আবেদন করেন। তাঁর পিতা আহমদীয়াতের ঘোর বিরোধী। হুযুর আনোয়ার (আই.) ভদ্রমহিলাকে বলেন: আপনি কি বিরোধীতার এই বোঝা বহন করার জন্য প্রস্তুত আছেন? আপনারা আজ সমাপনী ভাষণে সাহাবাগণের কুরবানীর ঘটনাবলী শুনেছেন।

* জার্মান বংশোদ্ভুত এক নওমোবা মহিলা বলেন: তিনি গ্যাযন অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি সদ্য বয়াত করেছেন। তিনি গ্যাযনে বায়তুস সামাদ মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ফটো তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

* একজন তুর্কী মহিলা বলেন: তিনি দশ মাস পূর্বে বয়আত করেছেন। তাঁর পিতামাতা তুরস্কে আছেন আর তারা আহমদীয়াতের বিরোধী, কিন্তু আহমদীয়াতের বাণীর প্রসারের জন্য তিনি প্রস্তুত। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপাতত তাদেরকে বলার প্রয়োজন নেই। যদি তারা বিরোধিতা করে তবে এখন বলবেন না। তিনি বলেন আমার নাম সিবেল। হুযুর! আপনি আমার কোন আরবী নাম রেখে দিন। হুযুর বলেন: আপনি তুর্কী মুসলিম, আপনার নাম তো ঠিকই আছে। অতঃপর হুযুর (আই.) তাঁর নাম আয়েশা প্রস্তাব করেন। (ক্রমশঃ.)

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান

রিপোর্ট ঃ আব্দুল মাজেদ তাহের

(অবশিষ্ট রিপোর্ট, ২৬ শে আগস্ট, ২০১৭)

যতদূর এলাকার সম্পর্ক তা আর তাদের দখলে নেই আর দায়েশের খলীফা যা কিছু করছিল তা সব নিজেকে গোপন রেখে করছিল। সে কখনো মানুষের সামনে আসে নি। ইসলামের মধ্যে কোন প্রকৃত খলীফা কখনো লুকিয়ে বসে থাকে নি যেভাবে দায়েশের খলীফা লুকিয়ে বসেছিল। বলা হয়ে থাকে সে একবারই মানুষের সামনে এসেছিল আর এখন বলা হচ্ছে যে সে মারা গেছে। এখন তাদের খিলাফত কোথায় গেল? অপরদিকে জামাতে আহমদীয়ার খিলাফত শান্তি, ভালবাসা ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করছে এবং ১০৯ বছর আজও সচল আছে আর জামাতে আহমদীয়ার সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দায়েশের খলীফাকে মান্যকারীদের সংখ্যা প্রথম তিন-চার বছর বৃদ্ধি পেয়েছে, বরং কেবল দুই বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারপর তাদের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩ সালে যখন দায়েশের সূচনা হয়, সম্ভবত সুইডেনে আমাকে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, এই খিলাফতের কারণে আপনাদের জন্য কি কোন প্রকার আশঙ্কা নেই? আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছিলাম যে, দায়েশ হল একটি সন্ত্রাসী সংগঠন যারা নিজেদের হাতেই ধ্বংস হবে। আপনারা নিজেই দেখুন যে, দায়েশের কি পরিণিতি হয়েছে! যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলি দায়েশকে যুদ্ধাস্ত্র ও উপকরণ সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয় তবে নিজে থেকেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। অপরদিকে আমরা তো পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে কিছু নিচ্ছি না। আমরা নিজেরাই ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের ব্যবস্থাপনা সচল রেখেছি। আমাদের মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের স্পৃহা রয়েছে যা অন্যদের মধ্যে নেই। দায়েশ মানুষকে সাথে রাখার জন্য তাদেরকে মাসিক তিন-চার হাজার ডলার হারে বেতন দিচ্ছিল আর আমরা এর বিপরীতে মানুষের কাছে অর্থ নিয়ে থাকি। মানুষের কাছে উচ্চ মানের হোক বা সাধারণ মানের চাকুরী থাকুক তারা সকলেই আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে। তারা নিজেদের উপার্জনের একটি বিশেষ অংশ দিয়ে থাকে। অতএব এটিই প্রকৃত খিলাফত।

* এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, এই বৈঠকে আপনি আমাদেরকে ইসলামের অতীব সুন্দর বাণী উপহার দিয়েছেন। এই বৈঠক থেকে আপনি জার্মানী এবং বাকী দুনিয়াকে কি বার্তা দিতে চাইবেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি বার্তা তো দিয়েছি। এই বার্তাটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

*এরপর এক মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি যে শান্তিপূর্ণ ইসলাম সম্পর্কে বললেন তা ইসলামের অন্যান্য দলের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। তাদের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে থেকেই আসে। যারা মুসলমানদের মধ্য থেকে জামাতে আসে তারা উপলব্ধি করে যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি স্বয়ং যার উপর অনুশীলন করেছিলেন আর এই ইসলামই চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। যেরূপ্ আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম চিরকাল জীবিত থাকবে ইনশাআল্লাহ॥

এই সাক্ষাতকার ৫টা ২০ মিনিটে শেষ হয়।

অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

আজকের প্রোগ্রাম অনুযায়ী লিথুনিয়া, আলজেরিয়া এবং আরব দেশসমূহের অতিথি এবং প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতের অনুষ্ঠান ছিল। আটটার সময় হুযুর বিশ্রামকক্ষ থেকে নিজের অফিসে আসেন যেখানে সাক্ষাতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

* সর্ব প্রথম আলজেরিয়ার এক অতিথি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথপোকথন হয়। ভদ্রলোক সাক্ষাত করে এতটাই প্রভাবিত হন যে, হুযুরের সঙ্গে ফটো তোলার সময় আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর পাগড়িতে চুম্বন করেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: দীর্ঘ দিন আমার চোখের জল শুকিয়ে ছিল। আজ যোহরের পর আমি নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। আমি খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছি। আমরা আরব জাতি যে অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়েছি তা উপলব্ধি করেছি, আর অন্য দিকে আমাদের উদাসীনতার সুযোগে উর্দুভাষী ভাইয়েরা এগিয়ে গিয়েছে এবং নিরলস পরিশ্রম করে তারা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ইসলামের প্রসার করছে। এই দৃশ্য দেখে আমার হৃদয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এই সাক্ষাতপর্বটি ৮টা ২২ মিনিটে শেষ হয়।

* এরপর লিথুনিয়া থেকে আগত একটি প্রতিনিধি দল হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সম্মান লাভ করে। লিথুনিয়া থেকে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলটির মধ্যে ১৪ জন অ-আহমদী ছিলেন এবং অন্যরা আহমদী ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) অতিথিদের সম্বোধন করে বলেন: আপনারা সকলে এখানে জলসা দেখেছেন। এখানে জলসায় অংশগ্রহণ করে ইসলাম সম্পর্কে কি মনে কোন ভীতি অনুভব হয়েছে? যে ইসলামকে আমরা মেনে চলি এবং যার প্রসার করি এটিই সেই প্রকৃত ও সত্য ইসলাম। আপনারা পরিবারে কয়েকজন সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু সেখানেও পরিবারে ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে। এখানে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার নারী, পুরুষ এবং শিশু ও কিশোর উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু কোন লড়াই ঝগড়া হয় না। সকলে প্রেম, প্রীতি ও শান্তি সহকারে কাজ করছে। এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

* এরপর এক ভদ্রলোক নিবেদন করেন যে, ২০১৩ সালে নরওয়ে থাকাকালীন বয়আত করেছিলাম। সেখানকার মুবাল্লেগের সঙ্গে তবলীগ-সংক্রান্ত কথাবার্তা হতে থাকে। তিনি রাশিয়ান ভাষা জানতেন। সেই তবলীগি প্রোগ্রামের পর তিনি বয়আত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি এখন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এখন আপনাকে ইসলামের এই শিক্ষার প্রসার করতে হবে। একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি নিজের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখতে পারলেও খোদার দৃষ্টি থেকে গোপন রাখতে পারবেন না। একদিন প্রত্যেকেই খোদার দরবারে উপস্থিত হবে। তাই খোদা তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন এবং সব সময় অপরকে সম্মান দিন এবং পরহিতৈষী হন।

এই প্রতিনিধি দলে ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তিকে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি ভারতে গেলে অবশ্যই কাদিয়ান দেখে আসবেন।

* Augustinas Sulija নামে এক অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: এমন মনে হচ্ছে যেন আমি নিজের বাড়িতে রয়েছি। আপনার জামাত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এখানে কয়েকদিনের জন্য একত্রিত হয়েছে। সর্বত্র আত্মোৎসর্গের এক স্পৃহা চোখে পড়ছিল। আমার মত আগন্তুকের কাছে এটি সত্যিই এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল। এটি যেন কোন নতুন পৃথিবী। এখানে আমি বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি, পরিচয়, খাদ্যাভ্যাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় দেখার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আহমদী হিসেবে এক মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় সমস্যা ও বিপদাবলীর বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম ও চেষ্টা করা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই রীতি যেন প্রাত্যাহিক কর্মসূচি হয়ে ওঠে, আমি এই কামনাই করি। অতএব আপনাদের চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ যথাযথ, এবং এতে বিশ্বজনীনতা পাওয়া যায়।

Eimis Vengrauskas নামে আরেক অতিথি বলেন: জামাতকে এত কাছে থেকে দেখা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা এর পূর্বে আমি মুসলমানদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এই জলসা থেকে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি আর এখন আমি একজন উন্নততর মানুষ হিসেবে বাকী জীবনটুকু অতিবাহিত করব। এই ধর্মের শিক্ষাবলী আমাকে একজন উন্নত মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আমার সঙ্গে এখানে খুবই উন্নত আচরণ করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন এখানে আমিই একা অতিথি। প্রত্যেকে আমার সুখ-সাচ্ছন্দের প্রতি যত্নবান ছিল। আমি এই বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাত ও করমর্দন করার সম্মান অর্জন করেছি। তাঁকে কিছু প্রশ্ন করারও সুযোগ হয়। এত মানুষ থাকা সত্বেও আমাকে সাক্ষাতের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে, এই কারণে আমি কৃতজ্ঞ এবং আপ্লুত।

Tomas Rachmanovas নামে এক অতিথি বলেন: লিথুনিয়া থেকে স্ত্রী ও দুই সন্তান সহ জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি এই জলসা ইউটিউবে দেখেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে যা কিছু আমি নিজের চোখে দেখলাম তা আমার কাছে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। এই জামাত খুবই সুন্দর ও শান্তিপ্রিয়। আর আনন্দের বিষয় হল এই জলসা আমি সপরিবারে দেখলাম। জলসায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য আমার শুভেচ্ছা। থমাস সাহেব ২০১৩ সালে বয়আত করেন, আর তার স্ত্রী ও সন্তান হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত লাভের পর বয়আত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। থমাস সাহেবের স্ত্রী বলেন, আমি জামাতে সামিল হয়ে স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে একটি উন্নততর জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছি।

* মিকোলাস ক্যামতিস নামে এক অতিথি বলেন: এক লিথুনিয়ান বন্ধুর মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি এখানে জামাতে আহমদীয়ার খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আমার সম্পর্ক খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে। আমি নিজের মুসলমান ভাইয়েদের কিভাবে ভুলে থাকতে পারি যখন কি না আমরা একই খোদায় বিশ্বাস করি। আমি ফিরে গিয়ে সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করার চেষ্টা করব যেখানে পাদ্রীদেরকেও আমন্ত্রণ জানাবো এবং আপনাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাবো। আমরা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে পরস্পরকে জানার চেষ্টা করব। লিথুনিয়ার ভবিষ্যতের জন্য এমন আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন একান্ত

উপযোগী সাব্যস্ত হবে যেখানে মুসলমানদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং আপনাদের সম্পর্কে মানুষ জানার সুযোগ পাবে। আমি এখানে এসে বেশ প্রভাবিত হয়েছি এবং ফিরে গিয়ে বন্ধুদেরকেও এতে অংশ গ্রহণ করার জন্য রাজি করাব।

* আংরিদা সারা নামে একজন ভদ্রমহিলা বলেন: এই অনুষ্ঠানে আমি এই প্রথম অংশগ্রহণ করছি। কিন্তু এত সংখ্যক মানুষের এখানে অংশগ্রহণ আমার জন্য বিস্ময়ের কারণ। এখানে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হয়েছিল আর তারা পরস্পরের সাহায্য করছিল। অপরদিকে এই অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থাও আমাকে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন বক্তব্য এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার পর জামাত সম্পর্কে আমার জানার আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। আমি আপনাদের পুস্তাকাদি অবশ্যই পড়ব। কেননা, জামাতের ইমামের বক্তব্য শুনে আমার অনুমান হয়েছে যে, যে সমস্ত কথা এখানে বলা হয়েছে সেগুলি বিবেকসম্মত। আমার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল আর আমি আগামী বছরের জলসার জন্য অপেক্ষা করব। আমার মতে মাঝে মাঝে যে বিভিন্ন প্রকারের প্রদর্শনী এবং অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে সেখানে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে আরও তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে এক্ষেত্রে আর উন্নতি করা যেতে পারে।

লিথুনিয়ার এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮ টা ৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সাক্ষাত শেষে তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ফটো তোলেন।

*এররপর আরব দেশসমূহ থেকে আগত অতিথিরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা একটি বড় হলঘরে করা হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে আরব মহিলা ও পুরুষদের সংখ্যা ছিল ২৭৫ জন যাদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন অ-আহমদী ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) অ-আহমদী আরব অতিথিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখানে জলসায় এমন কিছু কি দেখেছেন যা ইসলাম বহির্ভুত? যদি এমন কিছু দেখে থাকেন তবে বলে দিন আমরা নিজেদের সংশোধন করে নিব।

একথা শুনে এক আরব অতিথি বলেন:আমি এখানে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কোন কিছুই দেখি নি। আমি এম.টি.এ দেখি এবং তিন চার বছর থেকে জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে দোয়ার জন্য চিঠিও লিখেছি যার একটির উত্তরও আমি পেয়েছি। আমি পুনরায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে দোয়ার আবেদন করতে চাই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আহমদীয়াত গ্রহণ করা বা না করা প্রত্যেকের নিজস্ব বিষয়, কিন্তু যতদূর মুসলমানদের সম্পর্ক, তাদের মধ্যে একতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এর জন্য মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে হবে।

এরপর এক অআহমদী আরব বন্ধু বলেন: জার্মানীতেই জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং আমি তাদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। বর্তমানে আমাদের সত্যতারই প্রয়োজন। আমরা যখনই জামাতকে ডেকেছি তারা আমাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে গেছে। ইসলাম এখন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন হল একতা এবং সংহতির। ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সবার উপরে মানবতা এবং এর পর জাতিয়তাবোধ ও অন্যান্য বিষয় আসে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ‘মানবীয় মূল্যবোধ সর্বাগ্রে’-এই নীতিই যদি মানুষ মেনে চলত তবে তা কতই না আনন্দের কারণ হত। আল্লাহ্ তা’লাও একথা বলেছেন যে যারা আমার অধিকারসমূহ প্রদান করে না সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার ক্ষমাও করে দেওয়া হয়, কিন্তু তোমরা যে মানুষের অধিকার আত্মসাৎ করছ তা কখনো ক্ষমা করা হবে না। এই কারণে মানবতাকে চিনতে হবে এবং পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, যদি কোন পুরুষ জামাতকে প্রত্যাখ্যান না করে, তবে কি এমন অ-আহমদী ব্যক্তির বিবাহ একজন আহমদী মেয়ের সঙ্গে হতে পারে?

যদি কোন একান্তই বাধ্যবাধকতা থাকে তবে সেক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েও থাকি, কিন্তু ইসলামে সাধারণত যেভাবে পিতাকে অভিভাবকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপে খিলাফতকেও অভিভাবকত্বের অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখে এমন বিবাহের অনুমতি দিয়ে থাকি, কিন্তু এই শর্তের সঙ্গে যে নিকাহ কোন আহমদী ব্যক্তি পড়াবে, কেননা অস্বীকারকারীর ইমামতি আমরা স্বীকার করতে পারি না। এই অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেওয়া হয়, কিন্তু সাধারণত এই প্রচেষ্টাই থাকা উচিত যে, ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যেন আহমদী হয়, যাতে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও সুরক্ষিত থাকে এবং পারিবারিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে যেন কোন ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি না হয় যেখানে উভয় পরিবার পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখি হয়ে ওঠে। নতুন প্রজন্মকে জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে এবং জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কারণে জামাতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা করা হয় যে, আহমদীদের নিজেদের মধ্যেই যেন বিবাহ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেহেতু পুরুষদের প্রভাব বেশি হয়ে থাকে,এই কারণে যে আহমদী মেয়ে কোন অ-আহমদী ছেলেকে বিয়ে করে তাদের সন্তানদের উপর পিতার প্রভাব বেশি থাকে। ফলে মেয়েদের প্রবল ইচ্ছা সত্বেও তার সন্তানেরা আহমদীয়াতের ধারে কাছে আসে না। যদি কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয় এবং মেয়েকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, আর এমনটিই হওয়া কাম্য, তবে কোন অসুবিধা নেই। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে ইমামের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি এসে গেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। অতএব তাঁকে মান্য করাকে আমরা অগ্রাধিকার দিব। এই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা বলে থাকি যে, আহমদীদের বিয়ে আহমদীদের মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তারা একটি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

এরপর আরবের এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমি সিরিয়া থেকে এসেছি আর জার্মানীতে এসে জামাত সম্পর্কে জেনেছি। আমি এখানে আহমদীদের মসজিদে যাই এবং তাদের ইমামের পিছনে নামায পড়ি। আমি এটুকু বুঝতে পারি না যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের পিছনে নামায কেন পড়ে না অথচ অ-আহমদীরাও সেই রসুলুল্লাহ (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর ঈমান আনে। আহমদীরা যদি অ-আহমদীরে পিছনে নামায পড়ে তবে ক্ষতি কিসের?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর নামাযের প্রশ্ন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আসল কথা হল আমরা বিশ্বাস করি যে, মহানবী (সা.) মসীহ্ মওউদ এর আগমণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্য এবং পূর্ণ হয়েছে। যে মাহদী ও মাওউদ এর আসা নির্ধারিত ছিল তাঁকে মহানবী (সা.) ইমাম বলে অভিহিত করেছেন আর যাঁকে মহানবী (সা.) ইমাম আখ্যায়িত করেছেন কোন নামাযের ইমাম যদি তাঁকে (ইমাম মাহদীকে) ইমাম হিসেবে গণ্য না করে তবে আমরা সেই নামাযের ইমামের নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারি না। আমরা অ-আহমদী ইমামকে কেন স্বীকার করে নিতে পারি না? এই কারণে যে, আমরা যাঁকে ইমাম বলে মান্য করি এবং মহানবী (সা.) ও আল্লাহ্ তা’লা ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা সেই ইমামকে অস্বীকার করেছে। অতএব, যে তাঁকে অস্বীকার করে তাকে আমরা কিভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারি বা তার পিছনে নামায পড়তে পারি? দ্বিতীয়ত: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেও এক পর্যায়ে আহমদীরা অ-আহমদীদের পিছনে নামায পড়ত, কিন্তু অ-আহমদী মৌলবীরা নিজেরাই আহমদীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে আহমদীদেরকে নিজের খেয়াল মত ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তাদেরকে নিজেদের মসজিদে আসতে কঠোরভাবে বাধা দেয়। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ;) বলেছিলেন, এখন যেহেতু এরা স্পষ্টরূপে বিভেদের রেখা টেনে দিয়েছে আর আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইমাম হিসেবে এসেছি আর আঁ হযরত (সা.)ও আমাকে ইমাম নামে অভিহিত করেছেন, তাই তোমরা এমন কোন ব্যক্তির ইমামত বা নেতৃত্ব স্বীকার করো না এবং তাদের পিছনে নামায পড়ো না। অন্যান্য বিষয়গুলি সবই ঠিক আছে। আমরা সেই এক আল্লাহ্ রসূল এবং কুরআন করীমের উপর ঈমান রাখি। ইমামত ছাড়া যেখানে মানবীয় মূল্যবোধের প্রশ্ন, সেখানে আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি।

*এরপর একজন আহমদী আরব মহিলা বলেন: আমার তো কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু আমার পিতা মহম্মদ আসসুরী যিনি সিরিয়ায় থাকেন, আমার কাছে তাঁর আমানত আছে। আমার পিতা বলেছিলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাঁর সমীপে আমার সালাম নিবেদন করবে।

হুযুর বলেন: ভালকথা। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।

*এক আরব বন্ধু প্রশ্ন করেন: আল্লাহ্ তা’লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপনার কাছে কি কোন বিশেষ উপায় আছে না কি কেবল দোয়ার মাধ্যমেই সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কোন বিশেষ উপায় কি হতে পারে? কেবল দোয়াই তো রয়েছে। আল্লাহ্ তা’লাও এই একটি পদ্ধতির কথাই বলেছেন যে, দোয়া কর, আমি সেই দোয়া গ্রহণ করে থাকি। আমি পীর বা অ-আহমদী মৌলবীদের মত একথা বলতে পারি না যে, টেলিফোনে তোমার বিষয় নিয়ে আল্লাহ্র সম্পর্কে সরাসরি কথা হয়েছে এবং অমুক অমুক উত্তর পেয়েছি। মহানবী (সা.)এর সুন্নত থেকে যে পদ্ধতি প্রমাণিত হয় সেটিই হল আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়।

এক আরব আহমদী যুবক প্রশ্ন করেন: ছোট বাচ্চারা কিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এটা তো তরবীয়তের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক শিশু পুণ্য প্রকৃতি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। পরবর্তীতে তার পিতামাতা তাকে খৃষ্টান, ইহুদী বা মাজুসীতে পরিণত করে। মাতৃক্রোড়ে শিশুরা প্রতিপালিত হয়। মা যদি ধার্মিক হয় এবং ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা অনুধাবন করে, তবে শিশুর মনে নিজে থেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার বিষয়টি বদ্ধমূল হবে। যে সমস্ত মায়েরা শৈশব থেকেই

সন্তানদের এইভাবে তরবীয়ত করে তাদের মনে মনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই কারণেই তো আমি মহিলাদেরকে বলে থাকি যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিন। আজকেও আমার বক্তব্যের এটিই সারাংশ ছিল।

এক আরব কিশোর প্রশ্ন করে যে, শিশু যদি অ-আহমদী হয় তবে তার কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা কিভাবে প্রমাণ করব?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: শিশু অ-আহমদী হলেও ধর্মকে বোঝার মত তাদের বোধশক্তি থাকে না। তাই এটি তাদের কোন অপরাধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্ণরূপে বিকশিত হয় এবং ধর্মকে বোঝার উপযোগী যোগ্যতা তৈরী হয় তাকে জোর করে ধর্ম শেখানো তার উপর অত্যাচার করা। অ-আহমদী মৌলবীদের মত আমরা করতে পারি না, যেভাবে তারা বেত দিয়ে মেরে মেরে বাচ্চাদের কুরআন বা কায়দা পড়ায়, বাচ্চারা একদিকে কাঁদতে থাকে আর মৌলবীরা সমানে তাদেরকে আয়াত মুখস্ত করা করায়। যেন বিরাট কোন কীর্তি গড়ে ফেলেছে। সেগুলি বেত মেরে জোর করে মুখস্ত করানো হয় যা মনের গভীরে প্রবেশ করে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বোধশক্তি লাভের বয়সও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত আলি (রা.)-এর বয়সই বা কত ছিল যখন তিনি সত্য অনুধাবন করেছিলেন, অপরদিকে ছিল আবু জাহেলের অত বয়স হওয়া সত্বেও সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে নি।

সাক্ষাতকালে একজন আহমদী ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, বেশ কয়েক বছর হল আমি আহমদী হয়েছি। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাত চুম্বন করার আমার দীর্ঘকালের বাসনা ছিল। সাক্ষাতের শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) তাকে নিজের কাছে ডাকেন। সেই ব্যক্তি হুযুরের পবিত্র হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আরব অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের এই অনুষ্ঠান সওয়া নটায় শেষ হয়। এরপর হুযুর আনোয়ার পুরুষ জলসাগাহে আসেন এবং মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজকের ভাষণ (ইংরেজি) অতিথিদের উপর দারুন প্রভাব ফেলে। অনেকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, খলীফার চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাধারা বদলে দিয়েছে এবং আজকে আমরা ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হলাম। কয়েকজন অতিথির প্রতিক্রিয়া ও অভিমত উপস্থাপন করা হল।

* স্পেনের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মি.জেসাস হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দ্বিতীয় দিন তবলীগাধীন অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এটি একটি অসাধারণ ভাষণ ছিল যার প্রত্যেকটি শব্দ গভীর অর্থবহ ছিল। এটি রাজনীতিক নেতাদের মত ফাঁকা ও অন্তঃসারশূন্য এমন বক্তৃতা ছিল না যা তারা জনপ্রিয়তা কুড়োনোর উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকে। আহমদীয়া জামাতের ইমাম অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ব্যক্ত করেছেন যে, পৃথিবী যদি এই পথেই অগ্রসর হতে থাকে তবে অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আর ইমাম জামাত কেবল বিপদ সম্পর্কেই সতর্ক করেন নি বরং সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানও বলে দিয়েছেন। তিনি অ-মুসলিমদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং কুরআন করীমের শিক্ষার ভিত্তিতে সেগুলি সমাধানের রাস্তাও বলে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, কিভাবে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তিনি কুরআন করীমের যে সমস্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম সকল প্রকারের সন্ত্রাস ও উগ্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এটি একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম।

* ক্রিস্টিয়ান স্কুপ নামে এক অতিথি বলেন: ইমাম জামাতের ভাষণ শুনে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম, কেননা তিনি হৃদয়ের গভীর থেকে বলছিলেন যা আমি অনুভব করছিলাম। তাঁর বক্তব্যের ভাষা গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ ছিল। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে কাজ করার এবং তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছা রয়েছে, কেননা তিনি মানুষকে এক নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত করছেন এবং তাদের সামনে সত্যকে তুলে ধরছেন। বরং আমি বলতে চাই যে, এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব যেন আমরা একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে যায়। আহমদীয়া জামাতের ইমামের এই মিশনে আমি তাঁর সহায়ক হলে আমার নিজেরই উপকার হবে।

মাহমুদ নামে একজন সিরিয়ান বন্ধু যিনি দীর্ঘকাল পোলান্ডে অবস্থান করছেন, তিনি বলেন: আহমদীয়া জামাতের ইমামের ভাষণ অপূর্ব সুন্দর ছিল। তাঁর ভাষণ শুনে আমার মন আন্দন্দের অনুভুতিতে ভরে উঠেছে। একটি মাত্র ভাষণের মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে তিনি সমাধান বলে দিয়েছেন যার কারণে মুসলমান হিসেবে আমি গর্ববোধ করছি। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খুবই সুন্দরভাবে কুরআনের আয়াত নির্বাচন করেছেন এবং যথাস্থানে প্রতিটি আয়াতকে রেখে ইসলামের শান্তিপূর্ণ হওয়ার তাঁর দাবিকে দাপটের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। যদিও আমি মুসলমান, কিন্তু আজ জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ভাষণ থেকে আমি নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অনেক নতুন জিনিস শিখেছি। তিনি ‘রব্বুল আলামীন’-এর প্রকৃত অর্থ ব্যখ্যা করে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, নাস্তিক-সকলের প্রভু-প্রতিপালক। এটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে আর কোন কিছুর দ্বারাই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

* গ্রুনিগার নামে এক অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: জামাতে আহমদীয়ার ইমাম পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন। আজ পৃথিবীর এ বিষয়টির ভীষণ প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে। তিনি কুরআনী আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম কোনক্রমেই উগ্রবাদের ধর্ম নয়। তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দিতেন। খলীফার ভাষণ শুনে এই প্রথম আমার সামনে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হল। ইসলাম হল প্রেম-প্রীতির ধর্ম। মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যম যেরূপে ইসলামকে উপস্থাপন করে, ইসলাম মোটেই তেমনটি নয়। আপনাদের খলীফার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন বিষয় আছে যা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে। খলীফার ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত।

* মি. জনাম নামে এক অতিথি বলেন: জামাতে আহমদীয়ার ভাষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শান্তি। সব থেকে বড় কথা হল তিনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য ছিল। তিনি বলেছেন জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষ সমান হয়। কে কালো আর কে ফর্সা তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যেককেই প্রায় সমান যোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন। বর্তমান যুগে এই বার্তারই প্রয়োজন রয়েছে। যেরূপ তিনি বলেছেন, অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয় আর অস্ত্রের বলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন না বরং ভালবাসার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। তাঁর ভাষণের প্রত্যেকটি কথা যুক্তিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এটি এক অসাধারণ বক্তব্য ছিল।

মি. সিমন নামে এক অতিথি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন: ইমাম জামাত আহমদীয়া যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। তিনি নিজের অবস্থান ও মতবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অকুতোভয় ছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে জাতি বিদ্বেষ এবং সন্ত্রাসের ন্যায় বর্তমান যুগের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন এবং সেগুলি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করেছেন। আমি খলীফাকে বলতে চাই যে, আপনি একা নন, আমিও এই বার্তা প্রসারের জন্য তাঁর সঙ্গ দিব, কেননা খলীফার কথায় কেবল কল্যাণই চোখে পড়েছে।

* মি. জোনাস নামে এক ভদ্রলোক বলেন: ইমাম জামাত আহমদীয়া হলেন একজন আধ্যাত্মিক নেতা আর আজ আমি দেখেছি যে, তাঁর কথায় গাম্ভীর্য ছিল। তাঁর বক্তব্যের প্রত্যেকটি কথা অর্থপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে তাঁর উপসংহার আমার ভাল লেগেছে যে, আমাদের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। খলীফা উল্লেখ করেছেন যে, সর্বত্র অস্ত্রের দৌড় অব্যাহত রয়েছে।

*মিসেস লি নামে একভদ্রমহিলা বলেন: জামাতে আহমদীয়ার ইমামের যে বিষয়টি সর্ব প্রথম চোখে পড়ে সেটি হল তাঁর শান্তি ও সৌম্যতা। তাঁর চেহারায় এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান এবং ইসলাম অপরের অধিকার ছিনিয়ে নেয় না বরং মন্দির, মসজিদ, গীর্জা এবং প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাগারকে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা রাখে। খলীফার এই কথাটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার এও ভাল লেগেছে যে, তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও সমস্যা রয়েছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এও স্পষ্ট করেছেন যে, এতে ইসলামের কোন দোষ নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি কুরআনের আয়াত এবং রসূলে করীম (সা.)-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ভাষণের শেষের দিকে আমি আবেগপ্লুত হয়ে পড়ি। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে করছিলাম।

* সুইডেন থেকে আগত এক অতিথি যার নাম মি. আন্ড্রেয়া বলেন:আমি ইমাম জামাতে আহমদীয়ার ভাষণ শোনার পর একটি কথাই বলব যে, মিডিয়া যেভাবে ইসলামের চিত্র উপস্থাপন করছে তা ঘোর অবিচার। যতদূর আমার সম্পর্ক, আমার পরিচিত গন্ডীর মধ্যে সকলকেই আমি এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।

২৭ শে আগস্ট, ২০১৭
আন্তর্জাতিক বয়াত

আজকে জলসা সালানা জার্মানীর তৃতীয় ও শেষ দিন ছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) বিকেল পৌনে চারটের সময় পুরুষ জলসাগাহে প্রবেশ করেন যেখানে তিনি যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। এরপর বয়াতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এটি আন্তর্জাতিক বয়াত গ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল যা এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হচ্ছিল এবং গোটা বিশ্বের আহমদীরা এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আজ হুযুরের হাতে আলবেনিয়া, গাম্বিয়া, ঘানা, জার্মানী, ইরাক, ইয়ামন, মরক্কো, জর্ডান, সিরিয়া তুরস্ক, এবং লিথুনিয়ার মোট ৩৩ জন মানুষ বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর**
কাদিয়ান
The Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019
Vol. 2 Thursday, 9 Nov, 2017 Issue No. 45

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করেন। বয়াতের শেষে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসার সমাপ্তি অধিবেশনের জন্য মঞ্চে পৌঁছানো মাত্রই চতুর্দিকে নারা ধ্বনি মুখরিত হতে থাকে।

এই অধিবেশন আরম্ভ হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। মাননীয় মহম্মদ ইলিয়াস মুনীর সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা তিলাওয়াত করেন এবং এর জার্মান অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় আরবাব আহমদ সাহেব। এরপর জামেয়ার ছাত্র মাননীয় মুরতাযা মান্নান সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

‘হার তারাফ ফিকার কো দৌড়াকে থাকায়া হামনে, কোই দীঁ দীনে মহম্মদ সা না পায়া হামনে।’

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রদের মধ্যে শংসাপত্র এবং পদকমালা প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার (আই)-এর হাতে নিম্লোক্ত ছাত্ররা পদকমালা এবং সংশাপত্র লাভ করেন।

উবাদইদা রশীদ রানা সাহেব, (পি.এইচ.ডি ইন মেডিক্যাল), ডাক্তার সুলতান মহম্মদ (পি.এইচ.ডি ইন বায়ো কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং), উসামা আহমদ সাহেব (স্টেট এগজামিনেশন ইন টিচিং), আসিম আহমদ সাহেব (স্টেট এগজামিনেশন ইন মেডিক্যাল), নবীদ আলি মনসুর সাহেব (মেজিস্টার ইন ইন্টারন্যাশনার ল’ এন্ড মাস্টারস অব ইন্টারন্যাশনাল ল), সাজাবিল আহমদ সাহেব (এম.এস.সি ইন কম্পিউটার সাইন্স), বসীর আহমদ শেখ সাহেব (মাস্টারস ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), ইরফান আহমদ সাহেব (এম.এস.সি ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং), মোমিন আহমদ ভাট্টি সাহেব (এম.এস.সি ইন ফিযিক্স), বাবর মহীউদ্দীন বাট সাহেব (মাস্টারস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন স্ট্রাকচাল ইঞ্জিনিয়ারিং), আব্দুল মুতায়াল আহমদ সাহেব (এম.এস.সি ইন ইলেকিট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং), মনোয়ার আহমদ খলীল সাহেব (মাস্টারস অফ আর্টস ইন ইউরোপিয়ান মাস্টারস ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট), ইরফান আহমদ মান্নান সাহেব (এম.এস.সি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), রাফে আহমদ পল সাহেব (মাস্টারস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং), ইব্রাহিম আহমদ খলীল সাহেব (মাস্টারস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং) ও আরও অনেকে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম আছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রারম্ভিক যুগে বিরোধীতা হয়েছে এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিরোধীতার এই ধারা অব্যাহত থেকেছে এবং পরবর্তীতে সেই বিরোধীতা আর থাকে নি। বর্তমান যুগে ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই ধর্মীয় কারণে যার বিরোধীতা হচ্ছে। মক্কার পৌত্তলিকরা ইসলাম প্রসারে বাধা দিতে, সেটিকে সমূলে উৎপাটন করতে এবং মুসলমানদেরকে যাতনা দিতে তাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে। এরপরেও বিভিন্ন যুগেও এমন চেষ্টা হয়েছে। বই-পুস্তক এবং ছাপাখানার যুগে এসে পাশ্চাত্যবিদরা, ইসলামের বিরোধীরা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ঘটনাবলীকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে এবং কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যা করে এর বিরোধীতা করেছে। আর আজও অবধি বিরোধীতার এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের একটি শ্রেণী ইসলামের বিরোধীদেরকে নিজেদের চিন্তাধারা প্রসার করার এবং ইসলামের বিকৃত চিত্র তুলে ধরে সুযোগ করে দিয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে কিছু নাম সর্বস্ব সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী জেহাদী সংগঠন এবং মুসলমান উলেমার একটি শ্রেণী যাদেরকে নামধারী মুসলমান বলা যায়, যাদের না আছে কুরআন শরীফকে বোঝার এবং এর উপর চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতা আর না আছে ইতিহাসকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জ্ঞান ও যোগ্যতা, বরং অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যেগুলি সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, সেখানে তারা পাশ্চাত্যবিদদের ইতিহাস পড়ে মনে করে যে, এটি ইসলামের ইতিহাস। এখানেই শেষ নয়, বর্তমানে মুসলমান দেশগুলির দ্বারা অন্যায় নীতির অনুসরণে নিজের দেশের জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন করা ইসলাম বিরোধীদের চিন্তাধারাকে আরও বেশি উস্কে দিয়েছে এবং তারা একথা বলার সুযোগ পেয়েছে যে, যে সমস্ত দেশের সরকার, যে সব নেতা এবং সংগঠন জনসাধারণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে পারে, তাদের কাছে কি এমন প্রত্যাশা করা যায় যে, তারা অন্য ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার করবে না? কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ও ইসলাম এবং মহানবী (সা,)-এর সত্যতার প্রমাণ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একদিকে ইসলামের বিরোধী শক্তিগুলির দ্বারা বিভিন্ন বিবৃতি প্রকাশ, পুস্তকাদি রচনা, ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা ইত্যাদি কাজ এবিষয়ের প্রমাণ যে, তাদের মনে আশঙ্কা ও উদ্বেগ তৈরী হয়েছে পাছে ইসলাম কোন এক সময় পৃথিবীর সব থেকে বড় ধর্মের রূপ ধারণ না করে এবং এর মান্যকারীদের সংখ্যা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের থেকে বেশি না হয়ে যায়। কেননা এখনও মুসলমানদের একটি শ্রেণী এমন আছে যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এখনও কুরআন করীম নিজের প্রকৃত রূপে বিদ্যমান এবং ইনশাআল্লাহ্ চিরকাল থাকবে আর এটি আল্লহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি। এই কারণে তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে ইসলামের বিরোধীতা করছে যাতে কোনভাবে এই ধর্মকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: দ্বিতীয়তঃ যতদূর মুসলমান উলেমা এবং বাদশাহদের প্রশ্ন, তাদের সম্পর্কেও মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এক সময়ের পর মুসলমানদের মধ্যে না কোন ন্যায়পরায়ন বাদশাহ থাকবে আর না কোন আমলকারী জ্ঞানী ব্যক্তি।কুরআন করীম তাদের বোধগম্যের অতীত হবে, বরং তারা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা’লা মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদকে প্রেরণ করবেন যিনি ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে জগতবাসীকে অবহিত করবেন, মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দিবেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবেন, ইসলামের শিক্ষার উপর আরোপিত অভিযোগ সমূহের স্বরূপ উন্মোচন করবেন এবং মহানবী (সা.)-এর উপর আরোপিত যাবতীয় অপবাদ খণ্ডন করবেন এবং এই সত্য তুলে ধরবেন যে, যে নবী এবং ধর্মকে তোমরা পৃথিবীর জন্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে মনে কর, বস্তুত সেই ধর্ম ও নবীই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং এটিই মুক্তির কারণও বটে। পারিবারিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে, শিশুদের লালন-পালন এবং শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং অধিকারসমূহ, বাণিজ্যিকি লেন-দেন, শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করার পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিশ্ব-শান্তির নিশ্চয়তা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ সেই আগমণকারী মসীহ বলে দিবেন। ইসলামের নিন্দুকরা এও আপত্তি করে যে, ইসলাম যুদ্ধ-উন্মাদ ধর্ম। তিনি এসে এই অভিযোগ খণ্ডন করবেন যে, ইসলাম যুদ্ধের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে নি আর না এটি যুদ্ধ-উন্মাদ ধর্ম। তিনি এই সব কিছু কুরআন করীমের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ দ্বারা প্রমাণ করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা আহমদীরা একথার সাক্ষী এবং ঘোষণা দিচ্ছি যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ ও মাহদীর আগমণের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল তিনি এসে গেছেন এবং তিনি নিজেকে মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীই করেন নি, বরং আঁ হযরত (সা.) দ্বারা বর্ণিত তাঁর আগমণ সংক্রান্ত নিদর্শনাবলী এবং খোদার তা’লার গ্রন্থে বর্ণিত পরিস্থিতি এবং নিদর্শনাবলী আমরা পূর্ণ হতে দেখেছি এবং দেখছি। প্রায় ১২০ বছর পূর্বে তাঁর দাবীর পর রমযান মাসের বিশেষ দিন গুলিতে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শনটি পূর্ণ হওয়ার সংবাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংবাদ পত্রিকাগুলি সংরক্ষিত করে রেখেছে। মোটকথা, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শনাবলীর একটি দীর্ঘ ধারা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখন আমি যা বর্ণনা করতে চাই এবং যেরূপ আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি, ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর উপর যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলির মধ্যে থেকে সব থেকে বড় আপত্তি যা বর্তমান যুগে করা হয় এবং পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যম এবং ইসলামের বিরোধী শক্তিগুলিও তা উত্থাপন করছে সেটি হল ইসলামকে যুদ্ধ উন্মাদ হওয়া এবং সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের ধর্ম বলে অপবাদ দেওয়া। বস্তত ইসলাম এবং মহানবী (সা,)এর সঙ্গে এমন আপত্তি বা অপবাদের কোন সম্পর্ক নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আপত্তির খণ্ডন করে ইসলামী যুদ্ধ এবং জিহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরাই কেবল এই সত্য সম্পর্কে অবগত। এই সত্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমি প্রমাণ করতে পারি যে, ইসলামী যুদ্ধ বিশুদ্ধরূপে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল। আঁ হযরত

এরপর দুই ও আটের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.